ত্রয়োদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-হরিদাস-দ্বারা ঘরে ঘরে কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা-প্রচারের প্রবর্তন, জগাই-মাধাইর নিকট প্রচার, মাধাইর নিত্যানন্দকে আক্রমণ, ঘটনাস্থলে মহাপ্রভুর আগমন ও সুদর্শন চক্র আহ্বান, দুই ভ্রাতার গৌর-পাদপদ্মে শরণাগতি, গৌর-নিত্যানন্দের জগাই-মাধাইকে ক্ষমা ও উদ্ধার, দেবগণের গৌরসেবা, বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সমূহ প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য বলিয়া প্রভুর প্রতি প্রীতির অভাবযুক্ত সাধারণ লোক তাঁহাকে 'নিমাই পণ্ডিত' মাত্র জ্ঞান করিত। কেবল সুকৃতিমন্ত জনগণ নিজ নিজ অধিকারানুসারে তাঁহার প্রকাশ-সকল দর্শন করিতেন। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে প্রতিদ্বারে গমনপূর্বক কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রচার-রূপ ভিক্ষা করিতে এবং দিবসান্তে ফলাফল তাঁহাকে নিবেদন করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ অদ্ভুত রকমের ভিক্ষার আদেশ শ্রবণে সকলে প্রথমতঃ হাস্য করিলেও নিত্যানন্দ-হরিদাস তদাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্বারে দ্বারে তদ্রূপ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহস্থগণ সন্ন্যাসিদ্বয়কে সসম্ভ্রমে ভিক্ষাগ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে তাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশানুরূপ 'কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা' করিবার অনুরোধরূপ ভিক্ষা মাত্র করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। অপূর্ব ভিক্ষার প্রকার-দর্শনে সজ্জনগণ সুখী হইয়া তদ্রূপ-করণে প্রতিশ্রুত হইলেও কেহ কেহ তাঁহাদের ক্ষিপ্ত মনে করিয়া চৈতন্য-নিন্দা করিতে থাকে, কেহ বা শ্রীবাস-গৃহে কৃষ্ণকীর্তনে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় ঈর্ষা-সহকারে তাঁহাদিগকে আক্রমণ ও ধর্মাধিকরণের ভয় প্রদর্শন করে। কিন্তু চৈতন্যবলে বলী নিত্যানন্দ-হরিদাস তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা ভীত না হইয়া নিজ কার্য করিয়া যাইতেন।

একদিন উভয়ে মহা-পাপিষ্ঠ মদ্যপ জগাই-মাধাইর দর্শন পাইলেন। দুইজনের দুর্গতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া পরম-দয়াল পতিতপাবন নিত্যানন্দ-হরিদাসের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতাকে মহাপ্রভুর পতিতোদ্ধার-লীলার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল বিচার করিয়া সকল বিপদবরণ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগকে মহাপ্রভুর পরম মঙ্গলজনক আদেশ জানাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণভজনের কথা বলিতে লাগিলেন। জগাই-মাধাইর এত পাপাচরণের মধ্যেও বৈষ্ণবাপরাধ-সঞ্চয়ের সুযোগ কখনও ঘটে নাই বলিয়াই গৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের সৌভাগ্যোদয় হইল। বৈষ্ণবনিন্দা---বড়ই গুরুতর অপরাধ, ইহা সর্বমঙ্গলের বাধক এবং সকল অধঃপাতের হেতু। একমাত্র বৈষ্ণব-কৃপা ভিন্ন সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণনামেও বৈষ্ণবাপরাধের ক্ষালন হয় না---সকল শাস্ত্রই তারস্বরে ইহা ঘোষণা করিয়া জগৎকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। নিত্যানন্দ-হরিদাসের ডাক-শ্রবণে স্বচ্ছন্দাবস্থানের ব্যাঘাত হইল ভাবিয়া দস্যুদ্বয় সন্ন্যাসিদ্বয়ের পশ্চাদনুসরণ করিল। তাঁহারা দুইজনে পলাইয়া ভক্তমণ্ডলী-মধ্যে উপবিষ্ট গৌরসুন্দরের চরণে সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করিলেন এবং এই পাতকীকে উদ্ধার করিয়া 'পাতকী-পাবন' নাম সার্থক করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাপিদ্বয়ের প্রতি 'নিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টিতেই তাহাদের উদ্ধার হইয়াছে'---মহাপ্রভু এরূপ জানাইলে সমবেত বৈষ্ণবগণ পাতকিদ্বয়ের উদ্ধারের নিশ্চয়তা জানিয়া মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্যের নিকট নিত্যানন্দের বিবিধ চাঞ্চল্য ও তজ্জন্য নিজের বিপন্নতার বিষয় বর্ণন করিলে অদ্বৈতপ্রভু নিত্যানন্দের নিন্দা-ব্যাজে মহিমা কীর্তন করিলেন।

জগাই-মাধাই আসিয়া গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর স্নানঘাটেই আড্ডা করিল, তাহাতে সকল লোকের মনে আতঙ্ক জন্মিল। মদ্যপদ্বয় রাত্রিকালে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণপূর্বক মঙ্গলচণ্ডীর গীত মনে করিয়া মদ্যের বিক্ষেপে নৃত্য করিত এবং মহাপ্রভুকে দেখিয়া কীর্তনের প্রশংসা করিত। নিত্যানন্দ প্রভু উহাদের উদ্ধার-মানসে একদিন রাত্রিতে তাহাদের নিকট গমন করিলে মাধাই তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। জগাই ব্যথিত হইয়া মাধাইকে নিবারণপূর্বক তাহার কৃতকর্মের জন্য অনেক ভর্ৎসনা করিলে, সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রক্তাক্ত কলেবর নিত্যানন্দকে দর্শনপূর্বক পাপিদ্বয়ের শাস্তি-প্রদানার্থ সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। জগাই-মাধাই স্বচক্ষে সুদর্শন দর্শন করিল। দয়ালু নিত্যানন্দপ্রভু জগাইর দ্বারা রক্ষিত হইয়াছেন জানাইয়া মহাপ্রভুর নিকট দুই ভাইকে ভিক্ষা চাহিলেন। জগাইর নিত্যানন্দ-রক্ষার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু জগাইকে কৃপাপূর্বক প্রেমভক্তি-বর প্রদান করিলে জগাইর সৌভাগ্য-দর্শনে মাধাইরও চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া কাতর ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু কৃপা করিতে অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মাধাইর কাতর আবেদনে নিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ করিলেন এবং মাধাইকে কৃপা করিতে নিজেও নিত্যানন্দ-প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মাধাই শ্রীগৌরাদেশে নিত্যানন্দের চরণে পতিত হইলে নিত্যানন্দ নিজ সকল সুকৃতির বিনিময়ে মাধাইকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার দেহে প্রবেশ করিলেন। জগাই-মাধাই এইরূপে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রভুদ্বয়ের স্তব করিতে লাগিল। মহাপ্রভু তাহাদিগকে পুনর্বার পাপ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা তাহাতে অঙ্গীকার করিলে মহাপ্রভুও তাহাদের কোটি কোটি জন্মের পাপভার গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা উপলব্ধি করিয়া জগাই-মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজ গৃহে আনাইলেন এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবগণ-সঙ্গে দুই ভাইকে লইয়া উপবেশন করিলেন। দুই ভাই মহাপ্রেম-বিকারে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। গৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে দুই ভ্রাতার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইলে তাহারা বিবিধভাবে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের তত্ত্বপূর্ণ স্তুতি করিতে লাগিল। মদ্যপগণের মুখে তাদৃশ ভগবৎ-স্তুতি শ্রবণপূর্বক সকলে ভগবৎকৃপা-মহিমা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে সেই দিন হইতে নিজ-গণে গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং সকল বৈষ্ণবের নিকট তাহাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা ও কৃপা ভিক্ষা করিলেন। জগাই-মাধাই সকল ভক্তের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া এবং আশীর্বাদ লাভ করিয়া নিরপরাধ হইল। তাহাদের পাপ বৈষ্ণবনিন্দকে সঞ্চারিত হইল। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে সকলে বিপুল সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মহাপ্রভু সগণে তাহাতে নৃত্য করিলেন। কীর্তনান্তে ধূলিধূসরিত দেহে সকলকে লইয়া উপবেশনপূর্বক মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে 'মহাভাগবত' বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাহাদিগকে মহাভাগবতোচিত শ্রদ্ধা করিবার জন্য সকলকে আদেশ প্রদানপূর্বক বলিলেন যে, উহার অন্যথা করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিলে বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সর্বনাশ উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সকলকে লইয়া গঙ্গায় গমনপূর্বক নিঃসঙ্কোচে সকলে মিলিয়া তুমুলভাবে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। জলক্রীড়ায় মহাপ্রভুর নিকট সকলে পরাজিত হইলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের জলক্রীড়ায় অদ্বৈতপ্রভু কটূক্তি-ব্যাজে নিত্যানন্দের মহিমা এবং নিজ বিষ্ণুস্বরূপ প্রকাশ করিলেন। জলক্রীড়ান্তে মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে নিজ গলার মালাপ্রসাদ প্রদান করিয়া সকলকে ভোজনার্থ বিদায় দিলেন। তৎকালে দেবতাগণ নিত্য আসিয়া চৈতন্যের লীলা দর্শন ও বিবিধ সেবা করিতেন; প্রভু-কৃপা ব্যতীত কেহ তাহা দেখিতে পাইতেন না।

অতঃপর গ্রন্থকার বৈষ্ণবাপরাধের ভীষণ পরিণামের কথা কীর্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন। (গৌঃ ভাঃ)

আজানুলম্বিতভুজৌ-কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।১।।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্বসেব্যকলেবর।।২।।

গৌরসুন্দরের লীলা কেবল প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য বলিয়া তদ্‌রহিত জনের গৌরসুন্দরকে 'নিমাই পণ্ডিত' মাত্র জ্ঞান—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে,—নহে সর্বনয়নগোচর।।৩।।

লোকে দেখে,—পূর্বে যেন নিমাঞি পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত।।৪।।

ভাগ্যবানের ভাবময় দর্শনে গৌরসুন্দরের তদধিকারোচিত আত্মপ্রকাশ এবং বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত জনসকাশে আত্মগোপন—

যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেইমত কুতূহলে।।৫।।

যার যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা লুকায়।।৬।।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সর্বত্র কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা-প্রচারার্থ আদেশ—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি।।৭।।

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।৮।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্বসেব্যকলেবর,—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব; সুতরাং যে-সকল ব্যষ্টি লইয়া সমষ্টি হয়, সে-সকলেরই ভজনীয় বস্তু। তাঁহা হইতেই সকল-কারণ-কারণ কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণু, সর্বভূতান্তর্যামিসমষ্টি গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, এবং ব্যষ্টি-বিষ্ণু অনিরুদ্ধ,—সকলই প্রকটিত। 'সর্ব' ও 'অসর্ব'-বস্তু-সমূহের সেব্য কৃষ্ণ সর্বসেব্য-কলেবর নিত্যানন্দেরই সেবা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণের সর্বশক্তি-প্রসূত সর্ববস্তুই নিত্যানন্দের সেবা করেন।।২।।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসমূহ একমাত্র প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য। সুতরাং যেখানে প্রীতির অভাব, সেখানে ভগবল্লীলা দৃষ্ট হয় না। 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণ-স্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।'৩।।

বাস্তব-বস্তু সর্বশক্তিমান্ বলিয়া অণুচিৎ জীবের ব্যক্তিগত ভাবময়দর্শনে অধিকারোচিত দৃষ্ট হন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃষ্টিতে প্রেমময় বিগ্রহ দর্শনের সম্ভাবনা নাই, উহা লুক্কায়িত থাকে। তজ্জন্য তিনি অধোক্ষজ।।৬।।

যাঁহারা অকিঞ্চন হইতে পারেন, তাঁহারা কোন বস্তুর জন্য লোভপরবশ হন না। অকিঞ্চন না হইলে বাস্তব বস্তুর প্রয়োজন বোধ হয় না। নশ্বর-বস্তু-সমূহের বিক্রম তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ। শ্রীঠাকুর হরিদাসের জাগতিক পরিচয়ে তাদৃশ বিপ্রকুলোৎপন্নতা ও তাদৃশ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণতা ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শকজাতি, গ্রীকজাতি ও যাবনিক আচারবিশিষ্ট জাতিসমূহ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। অসিন্ধুতটবাসিবৈদেশিক জাতি-সমূহে বাসস্থলী হওয়ায় নবদ্বীপনগরেও মানবগণের মধ্যে বৈষম্য-বিচার প্রবল ছিল। তজ্জন্য প্রচারকসূত্রে ভগবান্ গৌরসুন্দর উভয়-বিশ্বাস-সম্পন্ন সামাজিকগণের মধ্যে প্রচারকার্যে ভগবদ্‌ভজন-পরায়ণ পুরুষোত্তমদ্বয়কে নিযুক্ত করেন। আর্যাচার ও যাবনিক আচারসম্পন্ন জনগণ একে অপরের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না জানিয়া উভয়েরই ভগবদ্ভক্তিতে সমধিক অধিকার আছে, জানাইবার জন্য উভয়কেই হরিকীর্তনের যোগ্যতা প্রদান করেন।।৭।।

বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত, বর্ণাশ্রম-পালনরত জনগণের মধ্যে, বর্ণাশ্রমাতীত লোক-মধ্যে, সকল জীবের জন্য, সকল উদ্ভিদ্, স্থাবর, জঙ্গম—সকলের জন্যই প্রভুর আজ্ঞা। ব্যক্তিবিশেষে, সম্প্রদায়বিশেষে,—যিনি যতটুকু পারেন, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রচারিত কথা গ্রহণ করিবেন।।৮।।

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।'৯।।

ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা।।১০।।

ভিক্ষুক----দাতার মুখাপেক্ষী, অতএব উচ্চস্তরে অবস্থিত। দাতা ভিক্ষুককে নিম্নস্তরে অবস্থিত জানিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হন। অনুগ্রহ-প্রার্থনার নামই----'ভিক্ষা'। অনুগ্রহকারী উচ্চ হইতে অবতরণ করিয়া অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে মধ্যপথে উন্নীত করে। ভিক্ষুর বেশে যখন চতুর্দশভুবনপতি প্রভু নিত্যানন্দ এবং সর্বলোক-পিতামহ শুদ্ধভক্তরাজ নামাচার্য ঠাকুর হরিদাস ভিক্ষা করিতে যাইবেন, তখন তাঁহাদিগের ভিক্ষা-যোগ্য বস্তু কিঞ্চন-সম্প্রদায়ের প্রদেয় নহে জানিয়া গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে এক অলৌকিক রাজ্যে উপনীত হইবার জন্য ভিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন।

'বল কৃষ্ণ',----কৃষ্ণেতর শব্দ ন্যূনাধিক অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে অবস্থিত। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্ব উপলব্ধ হইলে উহা কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে এবং তাদৃশ বৃত্তি-সম্পৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। যিনি কৃষ্ণের কীর্তন করেন, তিনি শ্রবণকারীর মঙ্গল বিধান করেন এবং আত্মমঙ্গল সাধন করিয়া ভগবৎস্মরণজনিত আনন্দ-সমুদ্রে অবস্থিত হন। শব্দসমূহ যখন কৃষ্ণেতর বস্তুর নির্দেশক হয়, সে সময় বদ্ধজীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তৃপদে বরণ করেন। সেইকালে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হৃষীকেশের সেবা-বিমুখ হইয়া অপস্বার্থবশে হৃষীকেশের বহিরঙ্গা শক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। 'শ্রীকৃষ্ণ'-শব্দ কীর্তন কর,----শ্রীভগবানের এই আজ্ঞা----মহাবদান্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। 'কৃষ্ণ' শব্দই----অভিন্ন কৃষ্ণ----একথা কৃষ্ণই গুরুরূপে শিক্ষা দিতে পারেন। সেই শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাদৃশী শিক্ষার প্রচারপরতাই শ্রীচৈতন্যদাস----ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীনামাচার্য হরিদাস ভগবদাজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। যিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীগুরু-তত্ত্বের আকর জানিয়া এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, শ্রীনামাচার্য হরিদাসের মুখে সম্বোধনের পদরূপে অবতীর্ণ 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিবেন, তিনিই প্রাপঞ্চিক সকল বাধা হইতে উন্মুক্ত হইয়া জীবের স্বরূপ-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-দ্বারা মানবমাত্রকেই কৃষ্ণকীর্তন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যিনি এই কীর্তন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যিনি এই অধিকার প্রদান করেন, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হইতে পারেন না। যেহেতু যাঁহার তাদৃশ দেয় বস্তু না থাকে, তিনি উহা কোথা হইতে দিবেন ? নাম নামী----অভিন্ন, সুতরাং নামকীর্তন হইলেই কৃষ্ণপ্রেমা অবশ্যম্ভাবী----একথা কৃষ্ণই বলিতে পারেন। কৃষ্ণেতরচিন্তাময় জনগণের উহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া কৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত ইতর শব্দের আবাহনক্রমে জড়ে আবদ্ধতা। 'জগতের সকল লোক কৃষ্ণ কীর্তন করুক'----এই আজ্ঞা আকর-তত্ত্ব শ্রীজগদ্গুরুদেব ও শ্রীনামাচার্যের প্রতি উক্ত হইলেও, ঐ দুই আচার্য যখন ভগবদাজ্ঞা পালন করেন, তখন যে-সকল সুকৃতিসম্পন্ন জন উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই আচার্যের কার্য করিতে অধিকার লাভ করিয়া থাকেন----তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদাস্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হন। ভিক্ষার ভাষায় ''বল-কৃষ্ণ'' শব্দ----জীবোদ্ধারক। শ্রবণকারী জীবের নিকট যখন উহা উপস্থিত হয়, তখন তিনি চৈতন্যদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া প্রাপঞ্চিকবিচারমুক্ত হন ও ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ আচার্যাবতারের কার্য করেন। একমাত্র জগদ্গুরুবাদ নিরস্ত হইয়া মহান্ত-গুরুগণে গুরুতত্ত্বের প্রকাশ-সমূহ জীবোদ্ধারের কার্য করে।

'ভজ কৃষ্ণ',----শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারকদ্বয়কে বদ্ধজীবকুলের নিকট কৃষ্ণভজন করিবার প্রার্থনা জানাইতে আদেশ করিলেন। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়ায় বস্তুসমূহের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের 'ঈশ্বর' হইবার বাসনায় ভোগবৃত্তির আশ্রয় করে। সুতরাং কৃষ্ণভজন পরিহার করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারকে 'বস্তু'-জ্ঞানে তাহার প্রভু হইবার বাসনা করে। এরূপ কার্যই তাহার ভজনভাধক। কৃষ্ণভজন-বিমুখ জনগণের প্রপঞ্চে বিবিধ অধিকার (?)। সেইসকল অধিকার লাভ করিবার জন্য কাম-ক্রোধাদি রিপুষট্‌কের সেবায় জীব কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া আপনাকে দৃশ্য জগতের ভোক্তা মনে করিয়া অমঙ্গল আবাহন করে। জীবকল্যাণার্থ মহাবদান্য শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস-প্রভুদ্বয়কে নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করিবার বিচারের প্রচারার্থ আদেশ করিলেন।

'কর কৃষ্ণশিক্ষা'----কৃষ্ণই একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু। ''কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং'' জানিয়া যখন স্বরূপোদ্বুদ্ধ জনগণ নিত্যচিন্ময় দর্শন করেন, তখন কৃষ্ণেতর শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি হয়। কৃষ্ণই জগতের সকল বস্তুর আকর্ষক। তাঁহার

তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই, না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব।।''১১।।

প্রভু-আজ্ঞা-শ্রবণে বৈষ্ণবগণের হাস্য—

আজ্ঞা শুনি' হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল? ১২।।

সাক্ষান্নিত্যানন্দ-সেব্য গৌরসুন্দরের কথায় অপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তি নির্বোধ—

হেন আজ্ঞা, যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে।।১৩।।

গৌরভক্তি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের বিমুখমোহন মায়াবাদে আস্থায় অদ্বৈতের দ্বারা সংহার—

করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে।।১৪।।

হরিদাস ও নিত্যানন্দের প্রভু-আজ্ঞা-প্রচারার্থ যাত্রা এবং সকলকে তদ্রূপ-করণে অনুরোধ—

আজ্ঞা শিরে করি' নিত্যানন্দ-হরিদাস।
ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি' হাস।।১৫।।
আজ্ঞা পাই' দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
''বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।।১৬।।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' একমন।।''১৭।।
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বুলিয়া বেড়ান দুই জগৎ-ঈশ্বরে।।১৮।।

লোকে নিমন্ত্রণ করিলে উভয়ের সকলের নিকট প্রভু-আজ্ঞা-পালনমাত্র ভিক্ষা—

দোহান সন্ন্যাসিবেশ—যান যার ঘরে।
আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে।।১৯।।

সৌন্দর্য অসামান্য ও অতুলনীয়। তিনি পূর্ণজ্ঞানময়; তিনিই কৃষ্ণেতর বস্তুকে বিরাগভাজন করিতে সমর্থ। তিনি কার্ষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত বিলাস-কার্যে বিমুখ। কৃষ্ণশিক্ষাপ্রভাবে জীবের নিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। তাদৃশী শিক্ষা জীবের সকল অবিদ্যা ও অজ্ঞান বিনাশ করে এবং কৃষ্ণ-শিক্ষা-বলে ইতর বস্তুর সান্নিধ্যজন্য নিরানন্দের অবকাশ হয় না। কৃষ্ণশিক্ষা লাভ করিলে সর্বার্থ-সিদ্ধি হয়----চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়----ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়----পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে----সকল বিদ্যার তাৎপর্যই যে কৃষ্ণশিক্ষা----ইহা উপলব্ধ হয়। তাহা হইলে আত্মা কলুষিত হইতে পারে না; পরন্তু স্নিগ্ধ হয় এবং প্রতি মুহূর্তেই পরম সুখ লাভ ঘটে। কৃষ্ণশিক্ষা যাবতীয় অভিধেয়-ধিক্কারিণী সর্বৈশ্বর্যপ্রদা, সর্বমাধুর্যের সর্বোত্তমত্বপ্রদায়িকা। কৃষ্ণশিক্ষা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি-নিবারিকা ও মোক্ষতুচ্ছকারিণী। সুতরাং স্বকল্যাণ প্রার্থী জীবমাত্রেরই কৃষ্ণশিক্ষাই পরমোপযোগিনী।।৯।।

কৃষ্ণকীর্তন, কীর্তন-দ্বারা কৃষ্ণসেবন, সেবামুখে কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই----জীবের একমাত্র কৃত্য। সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবার ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ভিক্ষা তোমরা কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবে না এবং কাহাকেও অন্যপ্রকার শিক্ষা দিবে না। দিবাভাগের সকল সময় জীবকূলের মঙ্গল বাসনায় পূর্বকথিত ভিক্ষা সম্পাদন করিয়া আমাকে সন্ধ্যাকালে আসিয়া জানাইবে। তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের হিতচেষ্টা করিতেছ জানিতে আমার পরমা প্রীতির উদয় হইবে। ইহা আমারই কার্য। তোমরা আমার দক্ষিণ ও বামহস্ত-স্বরূপ।।১০।।

''তোমাদের ভিক্ষা-প্রার্থনায় যে বিমুখ হইবে, আমি তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনষ্ট করিব।'' অনেকে এরূপ বিবেচনা করেন যে, ভগবান্ দয়াময় হইয়া নিষ্ঠুরতা-বিজ্ঞাপক অমঙ্গলসমূহ এই পৃথিবীতে কেনই বা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তদুত্তরে ''তত্তেঽনুকম্পাং'' শ্লোকই যথেষ্ট উত্তর। যদি জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া ইতর চেষ্টায় দিন যাপন করে, তাহা হইলে পার্থিব স্বভাবের বিধি-অনুসারে অনুপাদেয়তা-পরিচ্ছেদ জন্য ক্লেশ লাভ করিবে।।১১।।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিপথ পরিহার করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর বিমুখ-মোহন-মায়াবাদে আস্থা স্থাপন করেন, সেই সকল মর্ত্যজীবগণকে অদ্বৈতপ্রভু রুদ্রবৃত্তির আবাহন করিয়া ধ্বংস করিবেন। শ্রীচৈতন্যানুচরগণ আপনাদিগের স্বরূপের অণুচৈতন্য বুঝিতে পারিয়া ভক্তিপথে অবস্থিত হন , আর চৈতন্যবিমুখ কেবলাদ্বৈতিগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সেবা-বৈমুখ্য-গ্রহণে তৎপর হন। ভাগ্যই কল্যাণ ও অমঙ্গলের বিধাতা। যেহেতু, বদ্ধজীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী

নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,—"এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।।"২০।।

দুই প্রভুর বাক্যে সুজনগণের আনন্দ এবং নানাজনের নানারূপ কল্পনা—

এই বোল বলি' দুইজন চলি' যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায়।।২১।।
অপরূপ শুনি' লোক দু'জনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে।।২২।।
'করিব, করিব'—কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ বলে,—" দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্রদোষে।।২৩।।
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্টসঙ্গদোষে।
আমা'-সবা' পাগল করিতে আইস কিসে? ২৪।।
ভব্য-সভ্য-লোক সব হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল।।"২৫।।
যে-গুলা চৈতন্যনৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে,—'মার মার'।।২৬।।
কেহ বলে,—"এ দু'জন কিবা চোরচর।
ছলা করি' চর্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর।।২৭।।
এমত প্রকট কেনে করিবে সুজনে?
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে।।"২৮।।

হইয়া সেবা-বিমুখতা লাভ করে; আর স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপ্রান্তে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হন।।১৪।।

কৃষ্ণই----মূল প্রাণ; তদুন্মুখতাই কৃষ্ণপ্রাণের পরিচয়। কৃষ্ণবিমুখ জীব----প্রাণহীন। কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহ 'অধন'-শব্দ বাচ্য। কৃষ্ণই সর্বার্থসিদ্ধিদ। কৃষ্ণবিমুখতাই জড়ত্বের পরিচায়ক ও মৃতকের পরিচয়। কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহ মায়ার বিক্রমে বিভূষিত; সুতরাং শব্দশাস্ত্র কৃষ্ণেতর যে কিছু কথা কীর্তন করিবার উপদেশ দেন, তদ্বারা জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না। কৃষ্ণই সর্বতোভাবে সেব্য। সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র শ্রৌতপন্থা। "হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণামাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।" (----ভাঃ ৫।১৮।১৩)।।১৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনামাচার্য হরিদাস ঠাকুর----ইঁহারা উভয়েই জগদীশ্বর। জগতের লোকসকল ভ্রমপথকেই 'গন্তব্য' মনে করিয়া বিপদে পতিত হয়। এই দুই ঈশ্বর বিপথগামী ভ্রান্ত জীবকুলের নিয়ামক হইয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করেন। প্রজল্প হইতে রক্ষা করিয়া বাক্যের দ্বারা ভগবৎসেবা-কার্যের পথপ্রদর্শক ঠাকুর হরিদাস জীবের কুচিন্তাকারী মনকে সংযত করান, শরীরকে ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কৃষ্ণভজন-বিমুখতা হইতে রক্ষা করিবার চিন্তাস্রোতের আবাহন করিয়া তাহাদিগকে শারীরিক দুর্গতি হইতে বিমুক্ত করেন। আর প্রভু নিত্যানন্দ জগতের নিরানন্দ অপসারিত করিয়া জীবকুলকে নিত্যানন্দে নিমজ্জিত করেন।।১৮।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসের সন্ন্যাসীর বেষ ছিল। সন্ন্যাসী বেষ বা যতি-ভেক----ভিক্ষুকের বেষ। তাঁহারা যাঁহারই গৃহে গমন করেন, তাঁহারাই ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে প্রভুদ্বয় অন্য কিছু ভিক্ষা না করিয়া কেবল প্রভুর আদেশ-প্রচার-দ্বারা সকলকে কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা করিতে অনুরোধ মাত্র করিয়া থাকেন।।১৯-২০।।

সুজন,----ভগবদ্ভক্ত। যাঁহারা উচ্চাভিলাষী হইয়া আরোহবাদ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায়; আর যাঁহারা 'আরূঢ়' হইয়া আরোহবাদের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করেন এবং তৎফলে তৃণাদপিসুনীচ-ভাব গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চের যাবতীয় লোভনীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হন এবং জগৎকে সম্মান প্রদানপূর্বক জাগতিক আত্মসম্মান-প্রতিষ্ঠার অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই 'সুজন'। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিগণই 'সুজন', কৃষ্ণেতর-ঐশ্বর্যপর-ভিক্ষুকগণই বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু 'ব্রাহ্মণ'। যে ব্রাহ্মণ----সেবাপর, তিনিই সুজন। যাঁহার সেবাপরতা নাই, তিনি 'সুজন'-সংজ্ঞার পরিবর্তে মায়াবাদী দুর্জন। তজ্জন্যই শাস্ত্র সুজনগণকে বলেন,----"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।" কৃষ্ণোন্মুখতাই জগতে সৌজন্যের আকর। সৌজন্য-ভূষিত জনগণ কৃষ্ণসেবার পরামর্শে পরমানন্দ লাভ করেন।।২১।।

শুনি' শুনি' নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে।।২৯।।
এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভরস্থানে কহে গিয়া।।৩০।।

উভয়ের বিবিধ পাপকর্মরত জগাই-মাধাইকে দর্শন—

একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল।।৩১।।
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে,—হেন পাপ নাহি আর।।৩২।।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা-চুরি, পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ।।৩৩।।
দেয়ানে না দেয় দেখা, বোলায় কোটাল।
মদ্য-মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।।৩৪।।
দুই জন পথে পড়ি' গড়াগড়ি' যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায়।।৩৫।।
দূরে থাকি' লোক সব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সঙ্গ।।৩৬।।
ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চ'কার 'ব'কার-শব্দ উচ্চ করি' বলে।।৩৭।।

অপরূপ----অপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য, যে-রূপ সকল রূপকে অপত্বে (নিকৃষ্টত্বে) পরিণত করিয়াছে।।২২।।

সুজনগণ উপদেশময়ী ভিক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া উহা পালনে সম্মত হন, আবার ভাগ্যহীন কতিপয় ব্যক্তি উহাদিগকে উন্মত্ত দোষে দুষ্ট বলিয়া স্থির করেন।

মন্ত্রদোষে,----মন্ত্রণা বা পরামর্শ-দোষে। মন্ত্রার্থ উপলব্ধির বিকার জন্য মন্ত্রগ্রহণ-ফলে অমঙ্গল লাভ করিয়া।।২৩।।

ভব্যসভ্য,----শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র, সুজন, সদ্বংশীয়, সভায় বসিবার যোগ্য।।২৫।।

শ্রীবাস-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্যগীতাদিতে যে-সকল ব্যক্তি প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহাদিগের বাড়ীতে প্রচারকদ্বয় গমন করিলে তাহারা উহাদিগকে আক্রমণ করিবার ভাষাসমূহ বলিতে থাকে। কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুজ্ঞা-মত বর্তমান শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণও স্থানে স্থানে এইরূপ ব্যবহা অদ্যাবধি পাইয়া থাকেন। শিয়ালদহের ভূতপূর্ব অসদ্ব্যাধি-চিকিৎসক, জাতিগোস্বামী-সমাজ, মর্কট-বৈরাগীর দল, সখীভেকী ও অন্য দ্বাদশ প্রকার উপ বা অপসাম্প্রদায়িক মায়াবাদি-সম্প্রদায় অধুনাতন কালে এই কথার উদাহরণ স্থল।।২৬।।

চোরচর----চোরের চর, যাহারা গোপনে সংবাদ লইয়া কার্য সিদ্ধি করে, তাহাদের পক্ষের চর। উহাদিগের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা গোপন করিয়া প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইয়া বেড়ায়।।২৭।।

দেয়ান----(ফার্সী দীবান্) রাজসভা, ধর্মাধিকরণ, আদালত, বিচারালয়, দরবার।

ভাললোক হইলে তাহারা এইরূপ বাড়ী বাড়ী গিয়া অপ্রয়োজনীয় কথা বলিয়া বেড়াইবে কেন? দ্বিতীয়বার আসিলেই তাহাদিগকে ধর্মাধিকরণে বিচারের জন্য ধরিয়া পাঠাইয়া দিব।।২৮।।

বিশালমদ্যপ,----অতিরিক্ত মদ্যপানরত।।৩১।।

ডাকাচুরি,----চুরি ও ডাকাতি। দাহে,----দগ্ধ করে।।৩৩।।

কোটাল,----(সংস্কৃত----কোট্টপাল, বাংলা-প্রাকৃত----কোট্‌আল, ফারসী----কোতবাল) নগরপাল, নগর-রক্ষক, প্রহরী চৌকিদার, পাহারাওয়ালা।

সহর-কোটালের অর্থাৎ ফৌজদারের আহ্বান এড়াইয়া তাহারা রাজকর্মচারী ও ধর্মাধিকরণে উপস্থিত হয় না। অপরাধীদিগকে শান্তি-স্থাপক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করেন, কিন্তু উহারা সর্বক্ষণ এড়াইয়া চলে।।৩৪।।

জগাই-মায়াইর মধ্যে কখনও সদ্ভাব থাকে, কখনও বা পরস্পরের মধ্যে কেশাকর্ষণ প্রভৃতি বিরোধভাব দেখা যায়। তাঁহারা পরস্পর 'চ-কার', 'ব-কার' প্রভৃতি অশ্লীল শব্দ-দ্বারা পরস্পরকে অভিহিত করে।।৩৭।।

নদীয়ার বিপ্রের করিল জাতি-নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস।।৩৮।।

সর্বপ্রকার পাপাচারী মদ্যপ জগাই-মাধাই-এর বৈষ্ণবাপরাধশূন্য চরিত্র—

সর্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল।।৩৯।।
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণবনিন্দা এই সব পাকে।।৪০।।

বৈষ্ণবনিন্দক সমাজের সর্বোচ্চ স্তম্ভ চতুর্থাশ্রমে অবস্থিত হইলেও মদ্যপাপেক্ষা অধিকতর অধার্মিক—

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব-ধর্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়।।৪১।।
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম।।৪২।।

মদ্যপের কদভ্যাসবিরতিতে মঙ্গলের সম্ভাবনা, কিন্তু মৎসর পরনিন্দকের কোনকালেও গতি নাই—

মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চকের গতি নহে কভু ভালে।।৪৩।।

শাস্ত্রজ্ঞানীরও দুর্বুদ্ধি-বশে নিত্যানন্দ অথবা নিত্যানন্দা-ভিন্ন-জনের নিন্দায় সর্বনাশ-লাভ—

শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্বনাশ।।৪৪।।

জগাই-মাধাইকে কুকর্মরত দর্শনে হরিদাস-নিতানন্দের তাহাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ—

দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি' দূরে।।৪৫।।
লোকস্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন্ জাতি দুই জন, হেন মতি কেনে?"৪৬।।

মদ্যপদ্বয় মদ্যপান করিয়া মত্ততাক্রমে কোন সময়ে ব্রাহ্মণগণের জাতিনাশের চেষ্টা করিত, কোন সময় বা অনুনয়বিনয় কিংবা বিক্রম প্রকাশ করিত। মদ্যপানের প্রভাবে মনুষ্যের কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়; সুতরাং হিতাহিত-বিচার রহিত হইয়া কখনও তোষামোদ, কখনও বা প্রচণ্ড বাক্যের প্রয়োগ----স্বাভাবিক।।৩৮।।

যে-কাল পর্যন্ত ভগবদ্ভক্ত-বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ না হয়, তদবধি তাহাদের 'অপরাধ' হয় নাই, পাপমাত্র হইয়াছিল। বৈষ্ণবের নিন্দা হইলে সকল সদ্গুণ বিনষ্ট হইয়া অপরাধ আশ্রয় করে।।৩৯।।

সাংসারিক ভাল-মন্দ, সকল কার্য হইতে বিরত, সর্বোত্তম সম্প্রদায়ে চতুর্থাশ্রমে অবস্থিত,----এরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজেও যদি বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, তাহা হইলে তথায় মদ্যপের সমাজের অধর্ম হইতেও অধিকতর অধর্ম জানিতে হইবে।।৪২।।

মদ্যপানরত জনগণ মাদকদ্রব্য-সেবনে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া অসৎকার্য করে। তাহাদের সেই কদভ্যাস পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা দুষ্কার্যে রত থাকে। ঘটনাক্রমে মদ্যপান-পিপাসা থামিয়া গেলে তাহাদের আর পাপ করিতে হয় না; কিন্তু পরনিন্দাকারী জনগণের অদৃষ্টে কোন দিনই মঙ্গল লাভ ঘটে না। শাস্ত্র বলেন,----"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।" (----ভাঃ ১১।২৮।১)। নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচার করাই কর্তব্য। তাহা না করিয়া যাঁহারা অন্যের নিন্দা প্রভৃতি কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া নিজের অসদ্‌বৃত্তির প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের কোনকালেই সুবিধা হয় না। পরহিংসা-প্রবৃত্তিকে 'মৎসরতা' বলে। নির্মৎসর না হইলে প্রাপঞ্চিক অমঙ্গল হইতে অবসর লাভ ঘটে না। যাঁহারা পরচর্চায় ব্যস্ত, তাঁহারা কোনদিনই নিজের মঙ্গল আনয়ন করিতে পারেন না। পরনিন্দারত জনগণ আত্মহিতের জন্য অবসর লাভ না করায় তাঁহারা মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতে পারেন না।।৪৩।।

শাস্ত্র পাঠ করিয়াও শাস্ত্রের হিতোপদেশ-গ্রহণাভাবে অনেকের বুদ্ধি-নাশ হয়, তাহাদিগকে সর্বক্ষণ পরহিংসাপ্রবৃত্তিক্রমে শাস্ত্রের তাৎপর্যে অমনোযোগী থাকাই স্বভাব। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আকর জগদ্‌গুরু-নিত্যানন্দের অনুষ্ঠানে দোষ দেখিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের সর্বতোভাবে অমঙ্গল ঘটে। এজন্যই "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ" এবং "অপি চেৎ সুদুরাচারো" প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা। যাঁহারা নিজের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কোনও মঙ্গল গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিচারে গুরুদেব অমঙ্গলের মধ্যে পতিত হওয়ায় তাঁহাকে উদ্ধার করাই শিষ্যের কর্তব্য----এইরূপ বিচারে বিশেষ অমঙ্গল ঘটে।।৪৪।।

লোক বলে,—"গোসাঞি, ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা-মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন।।৪৭।।
সর্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে।।৪৮।।
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম।
জন্ম হইতে এমন করয়ে পাপকর্ম।।৪৯।।
ছাড়িল গোষ্ঠীতে বড় দুর্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া।।৫০।।
এই দুই দেখি' সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়।।৫১।।
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা-চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন।।"৫২।।

জগাই-মাধাই-এর দুরবস্থা-শ্রবণে নিত্যানন্দ কর্তৃক তাহাদের উদ্ধারোপায়-চিন্তা—

শুনি' নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।।৫৩।।
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর? ৫৪।।
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোকে,—করে উপহাস।।৫৫।।
এ দুইয়েতে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে।।৫৬।।
তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়েরে করাঙ যদি চৈতন্য-প্রকাশ।।৫৭।।

দুইজনে----জগাই ও মাধাই উভয়ে।।৪৫।।

পাঠান্তরে----'দিব্য পিতা, মাতামহ-কুলেতে উৎপন্ন।' নিত্যানন্দ প্রভুর প্রশ্নে প্রতিবেশীগণ বলিলেন,----ইহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন এবং ইহাদের পিতৃমাতৃকুল----সর্বজন-প্রশংসিত।।৪৭।।

পুরুষানুক্রমে ইহারা নদীয়ার অধিবাসী, ইহাদের বংশের প্রতি কাহাকেও কোনরূপ সামান্য দোষরোপ করিতে শুনা যায় না। যাঁহারা বলেন, পুত্রপৌত্রাদিগণ মাতৃপিতৃস্বভাব লাভ করেন, তাঁহারা ইহাদের স্বভাব-বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়াছেন। জড়বস্তু হইতে চেতন আবির্ভূত হয়, এরূপ ধারণা ঠিক নহে। অচিৎএর সহিত পৃথক্ চেতনের আকস্মিক সমাগমই ধারণা করিতে হইবে। গুণকর্ম-বিভাগক্রমে স্বভাব নির্ণীত হয়। স্থূল শরীরের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ কখনই চেতনের উদ্ভবকারী নহে। প্রাণপরিত্যাগে স্থূল পরিচয় অবস্থিত। "স্থূল হইতে আত্মা দৈবক্রমে উদ্ভূত",----এই চিন্তাস্রোতের প্রশংসা করা যায় না। পরন্তু "স্বকর্মফলভুক্" বিচারই প্রবল। স্থূলদেহ----কারণ স্থানীয়, কর্তৃস্থানীয় নহে।।৪৮।।

জগাই-মাধাইর পাপের সীমা নাই। বলপূর্বক পরদ্রব্য অপহরণ, হিংসা, পৈশুন্য ও মাদকদ্রব্য-সেবন-জনিত যথেচ্ছাচারিতা ইহাদের মধ্যে প্রবল থাকায় সকল প্রকার পাপেই তাহাদের যোগ্যতা ছিল। কেহ কেহ বলেন,----"আহারাদি শুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় থাকিলেও অনাত্মা হইতে আত্মা পৃথক্ হওয়ায় অনাত্মার কার্যের জন্য আত্মা দায়ী নহে।" বস্তুতঃ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের এতাদৃশী অবিবেচনার ফল ও অত্যাসক্তি-জনিত অমঙ্গল তাহারাই ভোগ করিয়া থাকেন।।৫২।।

পাতক----'পাতয়তি অধোগময়তি দুষ্ক্রিয়াকারিণম্' ইতি। গৃহস্থাশ্রমীর 'কাম', 'ক্রোধ' ও 'লোভ' নামে তিনটি প্রধান রিপু আছে, মানবগণ এই সকল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপসকল 'অতিপাতক', 'মহাপাতক', 'অনুপাতক', 'উপপাতক', 'জাতিভ্রংশকর', 'সঙ্করীকরণ', 'অপাত্রীকরণ', 'মলাবহ' এবং 'প্রকীর্ণক' নামে অভিহিত।

মাতৃগমন কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন----এই ত্রিবিধ পাপ 'অতিপাতক'।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ-চুরি, ও গুরুপত্নীগমন----এই চতুর্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গই 'মহাপাতক'।

অনুপাতক----পঁয়ত্রিশ প্রকার----(১) নীচজাতি হইয়া আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া। (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ বলা। (৩) গুরুজনের মিথ্যাদোষ রটনা করা----এই তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান। (১) বেদত্যাগ কিম্বা বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া।। (২) বেদের নিন্দা করা। (৩) কুটিল কথা বলিয়া ফেরে ঘোরে সাক্ষী দেওয়া----(ইহা দুই প্রকার। এক,----কোন, বিষয় জানিয়া তাহা গোপন রাখা। আর একপ্রকার,----সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা

এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে।।৫৮।।
'মোর প্রভু' বলি' যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্যটন।।৫৯।।
যে যে জন এ দু'য়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া।।৬০।।
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি'।
গঙ্গাস্নান-হেন মানে, তবে মোরে লিখি।।''৬১।।

বলা)। (৪) বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা। (৫) বিষ্ঠাদিজাত দ্রব্য ভোজন করা। (৬) অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা। এই ছয় প্রকার অনুপাতক সুরাপানের সমান। (১) গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া, (২) মানুষ চুরি করা, (৩) ঘোড়া চুরি করা, (৪) রূপা চুরি করা, (৫) ভূমি চুরি করা, (৬) হীরা চুরি করা, (৭) মণি চুরি করা,—এই সাত প্রকার অনুপাতক সুবর্ণ হরণ করার সমান। (১) সহোদরা ভগিনী গমন, (২) কুমারী গমন (৩) নীচজাতির স্ত্রী গমন, (৪) বন্ধুর স্ত্রী গমন, (৫) ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন অন্যপুত্রের স্ত্রী গমন (৬) পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী গমন, (৭) মাতৃস্বসা গমন, (৮) পিতৃস্বসা গমন, (৯) শ্বাশুড়ী গমন (১০) মাতুলানী গমন (১১) পুরোহিত-স্ত্রী গমন, (১২) ভগিনী গমন, (১৩) অচার্যের স্ত্রী গমন, (১৪) শরণাগতা স্ত্রী গমন, (১৫) রাণী গমন, (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন স্ত্রীগমন, (১৭) শ্রোত্রিয়-স্ত্রীগমন, (১৮) সাধ্বী স্ত্রী গমন এবং (১৯) উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন—এই উনিশ প্রকার অনুপাতক গুরুপত্নী-হরণের তুল্য।

গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলস্য দ্বারা অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম-সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিলে কনিষ্ঠের বিবাহ, এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কন্যাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অরজস্কা কন্যাদূষণ, বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রী সম্ভোগাদি দ্বারা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ, উদ্যান কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদি বিক্রয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদ অধ্যয়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি-খনিতে কাজ বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ওষধি নষ্ট, ভার্যাদির উপ-পতি দ্বারা জীবিকানির্বাহ, শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্র দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট করণ, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশ-ব্যতিরেকে নিজের জন্য পাক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যভোজন, অগ্ন্যাধ্যান না করা, সোণা ব্যতীত অন্য জিনিস চুরি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসৎশাস্ত্রের আলোচনা, গীতবাদ্যে আসক্তি, ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু ও পশু চুরি, মদ্যপায়িনী স্ত্রীগমন, স্ত্রী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকল 'উপপাতক'।

দণ্ডাদিদ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লশুন-পুরীষাদি বস্তু ও মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা, পশু মৈথুন এবং পুংমৈথুন—এই সকল পাপ 'জাতিভ্রংশকর'। গ্রাম্য ও আরণ্য-পশুহিংসা-পাপ—'সঙ্করীকরণ'।

নিন্দিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য ও কুসীদদ্বারা জীবিকা নির্বাহ, অসত্যভাষণ এবং শূদ্রসেবা—এই সকল পাপ—'অপাত্রীকরণ'।

পক্ষিহত্যা, জলচরহত্যা, মৎস্যাদি জলজপ্রাণিহত্যা কৃমিহত্যা ও কীটহত্যা, মদ্যসংশ্লিষ্ট দ্রব্যভোজন—এই সকল পাপ—'মলাবহ'।

যে-সকল পাপের বিষয় লিখিত হইল না, সেই সকল পাপ—'প্রকীর্ণক'-পদবাচ্য (—বিষ্ণুসংহিতা, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক এবং মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য)। মহাভারত দানধর্মে পাপ দশবিধ বলিয়া উক্তি আছে,—প্রাণিহত্যা, চৌর্য ও পরদারহরণ—এই তিন প্রকার পাপ 'কায়িক', অসৎপ্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য এবং মিথ্যাবাক্য কথন—এই চারি প্রকার 'বাচিক' এবং পরধনে চিন্তা, সর্বজীবে দয়াশূন্যতা ও 'কর্মের ফল হউক'—এইরূপ চিন্তা, এই ত্রিবিধ পাপ 'মানসিক'।।৫৪।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের সংসারবন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার একমাত্র কর্তা। তিনি আপনার স্বরূপ প্রদর্শন না করিয়া গোপন করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, তাহারা তাহাদেরই ন্যায় মানবজ্ঞান তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে।।৫৫।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাঁ'র অবতার।।৬২।।

হরিদাস প্রতি নিতাইর নিজ মনোভাব জ্ঞাপন এবং তদুভয়ের উদ্ধারার্থ হরিদাসকে অনুরোধ—

এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি।
বলে,—"হরিদাস, দেখ দোঁহার দুর্গতি।।৬৩।।
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যমঘরে নাহিক নিস্তার।।৬৪।।
প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবনগণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে।।৬৫।।
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে।।৬৬।।
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্বকথা।।৬৭।।
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার।।৬৮।।
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুন এবে এ-তিন ভুবনে।।"৬৯।।

হরিদাসের উভয়ের উদ্ধারে নিশ্চয়-প্রতীতি এবং দৈন্যসূচক উত্তর—

নিত্যানন্দতত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই—জানিলেন মনে।।৭০।।
হরিদাস প্রভু বলে,—"শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা, সেই প্রভুর নিশ্চয়।।৭১।।

জগাই মাধাইর ন্যায় পাপিগণ----অণুচিৎ-শক্তি। কিন্তু সেই ভাব প্রকাশিত না হওয়ায় এবং অচিদ্‌বিচারের প্রাবল্য থাকায় তাহাদের আত্ম-প্রতীতি-লাভের যোগ্যতা নাই। যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপরবশ হইয়া ইহাদের নিত্য অণুচিদ্‌বৃত্তি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি চৈতন্যের দাস্য উপলব্ধি করিতে যোগ্য হই।।৫৬-৫৭।।

নীতিপরায়ণ ধার্মিকগণ মনে করেন যে, পাপিষ্ঠের ছায়াস্পর্শ হইলেও সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করা বিধেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া পাইয়া ইহারা পবিত্রচরিত্র হইলে গঙ্গাস্নানে যে পুণ্যলাভ ঘটে, এই পরিবর্তিত, নির্মুক্ত-পাপ ব্যক্তিদ্বয়ের দর্শনে গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা লাভ হইল, এরূপ বিশ্বাস হইলে আমার নাম সার্থক হয়।।৬১।।

শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রকাশঃমূর্তি শ্রীনিত্যানন্দ----স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। তিনি পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন।।৬২।।

মানব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্য-সংগ্রহ-ফলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণপরিচয়ই জগতে সর্বোত্তম পরিচয়। ব্রাহ্মণ সর্বমান্য এবং তাঁহার আদর্শই সকলের অনুসরণীয়। পাপপ্রবৃত্তিবশে জীবগণ ব্রাহ্মণেতর কুলের পরিচয়ে গৌরব বোধ করেন, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচয়ে কোন দোষ থাকিতে পারে না। যাহারা পাপ করে, তাহাদিগের দণ্ডদাতা যম উহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ দেন। বিশেষতঃ পুণ্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সৎশিক্ষালাভের পরমসুযোগ লাভ-সত্ত্বেও যিনি আত্মহারা হইয়া নানাপ্রকার অপরাধে নিমগ্ন হন, তাঁহার যমগৃহে অশেষ ক্লেশ হইতে কোনপ্রকারে পরিত্রাণ হয় না।।

আম্বূয়া-মুলুকের কাজীগণ শ্রীঠাকুর হরিদাসকে প্রাণবিনাশী প্রহার করিয়াছিল। তথাপি ঠাকুর হরিদাস কোন প্রকারে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্বক তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন। (আদি ১৬শ অঃ ১০৮-১১৩ পয়ার আলোচ্য)।।৬৫।।

তথ্য। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে। দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।। কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম। সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম।। শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর। আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।। বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ-হেন পামর প্রতি হবেন সদয়।।৬৬-৬৭।।

ত্রিভুবন,----উন্নত ভুবনষট্‌ক, অধোগত ভুবনসপ্তক, এবং পৃথিবী। প্রপঞ্চে শ্রীনবদ্বীপধামে জগাই-মাধাইউদ্ধার-লীলা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে লিখিত পূর্বকালের অজামিল উপাখ্যানের ন্যায় কেবল শাস্ত্রীয় আখ্যান মাত্র নহে; কিম্বা ব্যবহারিক জগতেও ভূতকালের ঘটনামাত্র নহে। পরন্তু ইহা বর্তমানকালেও শ্রীচৈতন্যলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়।।৬৯।।

আমারে ভাণ্ডাও, যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও।।''৭২।।
হাসি' নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই' বলেন বচন।।৭৩।।
''প্রভুর যে আজ্ঞা লই' আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঞি।।৭৪।।
সবারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ।।৭৫।।
বলিবার ভার মাত্র আমা-দোঁহাকার।
বলিলে না লয় যবে,—সেই ভার তাঁ'র।।''৭৬।।

সুজনের নিষেধ সত্ত্বেও প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপনার্থ হরিদাস-নিত্যানন্দের পাপিদ্বয়ের নিকটে গমন এবং প্রভু-আজ্ঞা প্রচার—

বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দু'য়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে।।৭৭।।
সাধুলোকে মানা করে—''নিকটে না যাও।
নাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও।।৭৮।।
আমরা অন্তরে থাকি পরাণ-তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে?৭৯।।
কিসের সন্ন্যাসিজ্ঞান ও-দু'য়ের ঠাঞি?
ব্রহ্মবধে-গোবধে যাহার অন্ত নাই।।''৮০।।
তথাপিহ দুই জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
নিকটে চলিলা দোঁহে মহা-কুতূহলী।।৮১।।
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।।৮২।।
''বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।।৮৩।।
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।।''৮৪।।

নিত্যানন্দ-হরিদাসের বাক্যশ্রবণে জগাই-মাধাইর ক্রোধ এবং উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন, নিত্যানন্দ-হরিদাসের বিবিধোক্তি-সহকারে সভয়ে প্রস্থানাভিনয়, তদ্দর্শনে সুজনগণের আতঙ্ক ও পাষণ্ডিগণের হাস্যসূচক উক্তি—

ডাক শুনি' মাথা তুলি' চাহে দুইজন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন।।৮৫।।
সন্ন্যাসি-আকার দেখি' মাথা তুলি' চায়।
'ধর ধর' বলি দোঁহে ধরিবারে যায়।।৮৬।।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায়।
'রহ রহ' বলি' দুই দস্যু পাছে যায়।।৮৭।।
ধাইয়া আইসে পাছে, তর্জগর্জ করে।
মহা ভয় পাই' দুই প্রভু ধায় ডরে।।৮৮।।

ঠাকুর হরিদাস জগতে নামাচার্যের অভিনয় করায় নামগ্রহণকারীর শ্রীমূল গুরুদেব-তত্ত্ব উৎকৃষ্টরূপে শ্রীহরিদাসের জানা আছে। সেই ঠাকুর হরিদাস এই ঘটনা দর্শন করিয়া জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের নিশ্চয়তা জানিতে পারিলেন।।৭০।।

হরিদাস শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন,—"আপনার যে অভিলাষ তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের সম্পূর্ণ সমর্থনের বিষয়"।।৭১।।

হরিদাস বলিলেন;----কৃষ্ণের নিকট আমার আবেদন----বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও ভগবানের প্রতি দাবীর শিক্ষামাত্র। কিন্তু আমি পশুসদৃশ, আমার হিতাহিত-বিবেক নাই। আপনার বাক্যে আমি যদি নিজকে বৈষ্ণব মনে করি, এবং আমার আবেদনে দয়াময় কৃষ্ণ পাপিদ্বয়কে উদ্ধার করিবেন----এইরূপ যদি বুঝি, তাহা হইলে আমার পশুত্বই সিদ্ধ হয়। যদিও আমি হিতাহিত-বিবেকরহিত পশু, তথাপি আমার নিকট আপনার আত্মসঙ্গোপন কার্য----আমার পশুত্বেরই জ্ঞাপক মাত্র। আমি----কৃষ্ণবিস্মৃত জীব, সুতরাং স্বরূপোদ্বোধনপূর্বক আমাকে ভগবৎ-সেবাপর করাইবার উদ্দেশ্য আপনার প্রবল থাকায় আপনার অনুষ্ঠানে আমার বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় আছে।।৭২।।

জগাই মাধাই মদ্যপানে বিভোর হওয়ায় লৌকিক নীতির কথা বা জাগতিক হিতের বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহে। তথাপি দয়াময় গৌরসুন্দরের আদেশ প্রতিপালনের জন্য আমরা নাম-প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া আপামর জনসাধারণের নিকট ভগবদাজ্ঞা প্রচার করিতেছি। পাপিষ্ঠ লোক ঐহিক হিতের কথাও বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার নিকট প্রকৃতির অতীত রাজ্যের কথা বলিতে যাওয়া অনেকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। কিন্তু পাপীরই এই সকল কথা-গ্রহণের অধিক যোগ্যতা ও অধিকার।।৭৪।।

লোক বলে,—"তখনই যে নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল।।"৮৯।।

যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
"ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে।।৯০।।

শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা----কৃষ্ণভজন করিবার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ করা। প্রভুর ইচ্ছাক্রমে সেই অনুনয়-বিনয় যদি শ্রোতৃবর্গ শ্রবণ না করিয়া নিজের অমঙ্গল আবাহন করে, তাহা হইলে ফললাভের অংশ আজ্ঞাদাতা মহাপ্রভুরই প্রাপ্য।।৭৬।।

পরমার্থে অনভিজ্ঞ জনগণ সাধারণ বিচার অবলম্বন করিয়া 'অসাধুর নিকট হরিকথা প্রচার করার আবশ্যক নাই',----এই সরল বিচারে ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে জগাই-মাধাইর নিকট যাইতে নিষেধ করিল। অসতের নিকট সদুপদেশ দিতে গেলে তাহারা গ্রহণের পরিবর্তে আক্রমণ করিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞাক্রমে, শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের অনুসরণে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ যে-সকল অলৌকিক প্রচারের কথা জগতে বলিতেছেন, তাহা স্থানবিশেষে গৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবর্গকে সময় সময় আক্রমণ করিবার এবং তাঁহাদের প্রতি আরোপিত ছিদ্রের কথা বলিয়া প্রচারের ব্যাঘাত করিবার দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই (বা প্রায়শঃই) লক্ষিত হয়।।৭৮।।

সজ্জনগণ এই পাপিদ্বয়ের নিকট না থাকিয়া দূরে দূরেই থাকেন। তাঁহাদের আশঙ্কা হয় যে, অসাধুগণের দ্বারা তাঁহারা আক্রান্ত হইবেন। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসকে বলিতেছেন,----আপনাদের সাহস অত্যধিক। সেই জন্যই সেই সাহসের বশবর্তী হইয়া পাপিদ্বয়ের নিকট যাইতেছেন।।৭৯।।

ব্রহ্মবধ ও গোবধ----সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। এইরূপ পাপ ইহারা অসংখ্য করিয়াছে। তোমরা উভয়েই পরিব্রাজক, জগতের মঙ্গলের জন্য সর্বত্র গমনাগমন কর। কিন্তু তোমাদের মহত্ত্ব বুঝিবার সাধ্য এই পাপিষ্ঠদ্বয়ের নাই। তাহারা তোমাদিগকে চতুর্থাশ্রমী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জানিবার পরিবর্তে আক্রমণ করিয়া বসিবে।।৮০।।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকোক্ত সপ্তপ্রকার মঙ্গলমূর্ত কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের মধ্যে মায়িক ভেদজ্ঞান শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসের ছিল না। তাঁহারা শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি আশ্রয় করিয়া নামোচ্চারণ করেন নাই বলিয়া মহাকৌতুহল প্রকাশ পূর্বক অগ্রসর হইলেন।।৮১।।

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ পার্ষদ 'অকৃষ্ট'গণ-সহ যে নিত্যলীলা ব্রজেপ্রকট করেন, তাহা----জীবের মন্দভাগ্য-নিরসনের জন্য; সুতরাং কৃষ্ণভজন ব্যতীত ইতরসেবা-সমূহ করিতে যাওয়া আচারহীনতা মাত্র। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানে আপনাকে 'আকৃষ্ট' জানিয়া তোমাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত কর। জীবের স্বরূপোপলব্ধি হইলে প্রাপঞ্চিক সেবাবিমুখিনী আচারহীনতা আর থাকিতে পারে না, সেইকালে কৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি প্রবলা হয়। নিরপেক্ষ কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীব মুক্তাবস্থায় কিঞ্চিন্ন্যূন সৌভাগ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করিয়া থাকে। শ্রীরামভজনে কৃষ্ণের প্রকৃতির অতীত সর্বশক্তিমত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের আকর-মূলরূপ শ্রীবলদেবপ্রকাশতত্ত্বে যে অপ্রাকৃত রাম-লীলা বর্ণিত আছে, তাহা রঘুনন্দন রামে সেরূপভাবে নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের চেষ্টা হইতেই দাসরথীর রাসলীলার অনুপযোগিতা নিরূপিত হইয়াছে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং শ্রীবলদেবস্বয়ংপ্রকাশের বৈচিত্র্য গোলোক-বৃন্দাবনে প্রকটিত আছে। সেই লীলার সৌভাগ্য প্রখ্যাপনের জন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরলীলা অবতারণ করিয়াছেন। এই অবতরণ-কার্যের মুখ্যত্ব-বিচারে ঔদার্যভাবের মাধুর্যবিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতারণা। যে-সকল ব্যক্তি পাপপুণ্যাশ্রিত হইয়া প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় অনিত্যোপলব্ধিতে অবস্থিত, তাহাদিগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যরূপের অবতারণা। ভজনীয়বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র রসভেদে ভজনকারী কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ-সমূহ-সম্মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া জগতের প্রাপঞ্চিক বিচাররূপ অনাচার ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণভজনের পারতম্য শ্রীগৌরাবতারের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে-সকল সৌভাগ্যবন্তজন শ্রীরাম-সীতা, শ্রীরাম-বজ্রাঙ্গজী, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীবিষ্বক্সেন-গরুড়-নারায়ণ, শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ের সেবায় নিরত থাকিবার নির্মলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের পূর্ণতমত্বে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই সর্বোত্তমা।

"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ"—সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে।।৯১।।
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
ধরিলুঁ, ধরিলুঁ বলি' লাগ নাহি পায়।।৯২।।

নিত্যানন্দ বলে,—"ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে—তবে পাই সব।।"৯৩।।
হরিদাস বলে,—"ঠাকুর আর কেনে বল?
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল।।৯৪।।

এই ঔদার্য-প্রচারকারী কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্গুরুরূপে পরম নির্মল জীবাত্মগণকে যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক ভগবদুপাসনার তারতম্য বিচারকারী, কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীবের জন্যই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ এবং জগদ্গুরু ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, জগদ্গুরুর প্রকাশবিশেষ হইয়া জগৎকে কৃষ্ণের ঔদার্যময় অবতারের কথা জানাইতেছেন। ঔদার্যময় কৃষ্ণ মহামহোপদেশকরূপে সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক সর্বোত্তম বিচিত্র-বিলাসসম্পন্ন পঞ্চরসাভিষিক্ত স্বয়ংরূপ বস্তুর উপাসনা শিক্ষা দিতেছেন। তোমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর সঙ্গলাভ কর এবং আপনাদিগকে তাঁহার পঞ্চরসের সেবোপকরণের অন্যতম জানিয়া সর্বকাল তাঁহারই ভজন কর। কামের পূর্ণাঙ্গতা দাম্পত্যে অবস্থিত, তন্ন্যূন বাৎসল্যে, তন্ন্যূন সখ্যে, তন্ন্যূন দাস্যে ও তন্ন্যূন শান্তে অবস্থিত। আর পরিত্যজনীয় প্রাপঞ্চিক বিপরীত অনুভূতি----অনাচারমধ্যে গণ্য। কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিলাস-সমূহ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেওদ্বাদশ-রসময়-মূর্তি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংগুণ, স্বয়ংপরিকরবৈশিষ্ট্য ও স্বয়ংলীলা। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব---প্রকাশরূপ, প্রকাশগুণ, প্রকাশপরিকরবৈশিষ্ট্য, প্রকাশলীলাময়। সুতরাং তাঁহাদের ভজনে কৃষ্ণভজনই হয়। তবে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বিচারে "তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের উক্তিই বিচার্য। কাহারও বিচারে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহাত্মক কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে সীতারামাদি কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে রেবতীরমণাদি কৃষ্ণের ভজন পরম আদরের। ঐগুলি কৃষ্ণভজন হইলেও "আমিই কৃষ্ণ, আমাকেই ভজন কর"----এই কথার তাৎপর্য যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্যময়ী মূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করেন। ভক্তাধিরাজ বিষ্ণুসকলের মূল আকর শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভু এবং ভক্তাধিরাজ নামাচার্য আদিগুরু বিরিঞ্চি এই সকল কথা তারস্বরে ছন্নাবতারের প্রকটকালে আপনাদিগকে কৃষ্ণলীলার অভিন্নবিগ্রহ জানিয়া শিষ্টা সরস্বতীর প্রকাশপূর্বক ভাগ্যহীন জনগণের নিকট আবরণ করিতেছেন। কৃষ্ণ---রসময়; সুতরাং সকল রসের একমাত্র আশ্রয় বিগ্রহ বা সকল আশ্রিতের একমাত্র বিষয়বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। রূপরহিত আংশিক পরমাত্মপ্রকাশমাত্র নহেন। রূপ-রহিত বৃহদ্বোধক পদার্থমাত্র নহেন। তিনি ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি সর্ব কারণ-কারণ। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের পূর্ণতমতাই----বলদেব, অংশই----কারণার্ণবশায়ী ভগবান্, কলাই----গর্ভোদকশায়ী ভগবান্, বিকলা----ক্ষীরোদকশায়ী ভগবান্। সকলই সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের বিষয়বিগ্রহ; আশ্রিত----বিষয়বিগ্রহের প্রকাশবিশেষ। সুতরাং কৃষ্ণ ও 'আকৃষ্ট' কৃষ্ণভক্তগণ প্রাপঞ্চিকদর্শনে খণ্ডিত ভাবযুক্ত বস্তুবিশেষ নহেন। সর্বসাকল্যে তিনিই পূর্ণ পুরুষ। সেই পূর্ণত্বের আংশিক প্রকাশ প্রাপঞ্চিক ব্যাপকতার আকর, যাহার অংশে অবস্থিত কলা-বিকলা। সেই কৃষ্ণভজন ব্যতীত আকৃষ্ট আত্মার আর অন্য কোন বৃত্তি নাই। আকৃষ্ট আত্মা যে সময়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে মায়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় এবং তটস্থাশক্তি পরিণতিক্রমে জৈবধর্মে জড়ভোগ আসিয়া তাহাকে কৃষ্ণবিমুখ করায়। কৃষ্ণবৈমুখ্য হইতেই বদ্ধজীবের ব্রহ্ম-পরমাত্মা প্রভৃতি আংশিক ধারণাসমূহ জীবকে উন্মত্ত করাইয়া ব্রহ্মপরমাত্মার আংশিক বিচারে জড়ভাবে নিজাবরণ করিয়া বসে। কৃষ্ণই সকল রসের আশ্রয় বলিয়া মূল প্রকাশবিগ্রহ বলদেবেও সর্বরসাশ্রয়ত্ব বিদ্যমান। সেই বলদেব প্রভু কৃষ্ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" বিচার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণভজনের পারতম্যবিষয়ে কোনপ্রকার অনাচার করিতে হয় না। তখন রসভেদে শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া কেহ বা মধুর-রতির আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হন, কেহ বা বাৎসল্য-রতির আশ্রয়বিগ্রহগণের আনুগত্যে স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করেন। সার্ধদ্বয়রসের আকৃষ্ট রসিকগণ গোলোক বৃন্দাবনীয় পূর্ণাধার হইতে গোলার্ধাধার বৈকুণ্ঠ-সেবায় নিরত হন। তখনই তাঁহাদের ঔদার্য ন্যূনতা লাভ করিয়া ঐশ্বর্যমার্গে মর্যাদাবিশিষ্ট হয়। বদ্ধজীবের অনাচার ও মুক্ত ভগবদুপাসকের অনাচার---সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈকুণ্ঠে অনাচার---পূর্ণাচারের অভাব, ব্রহ্মাণ্ডের অনাচার---দুরাচার এবং সর্বতোভাবে

মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ।।''৯৫।।
এত বলি' ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জিয়া গর্জিয়া।।৯৬।।
দোঁহার শরীর স্থূল,—না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে।।৯৭।।

প্রভুদ্বয়ের প্রতি জগাই-মাধাইর উক্তি—

দুই দস্যু বলে,—'' ভাই, কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?৯৮।।
তোমরা না জান, এথা জগা মাধা আছে।
খানি রহ' উলটিয়া হের দেখ পাছে।।''৯৯।।
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ' বলিয়া।।১০০।।

প্রভুদ্বয়ের পরস্পরকে দোষারোপ দ্বারা আনন্দ-কলহ—

হরিদাস বলে,—'' আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে।।১০১।।
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল-যবনের ঠাঞি।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই।।''১০২।।

পরিত্যাজ্য। বদ্ধজীবের পক্ষে মহাবৈকুণ্ঠের শক্তি অপেক্ষা রাম-বৈকুণ্ঠের শক্তি অধিক বরণীয়। সেজন্য সীতারাম বা হনূমদ্রামোপাসকগণ যে রসের রসিক, সেই রস মহাবৈকুণ্ঠে বিষ্বক্সেন-নারায়ণ ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হইতে নিরপেক্ষ বিচারে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। শক্তিরহিত শক্তিমানের সবিশেষ বিচারে বাসুদেবাদি যে ব্যূহের উপাসনা, তাদৃশ উপাস্যতত্ত্ব ক্লীবব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। জড়ের অবরতা আরোপ সেখানে সম্ভবপর নহে। উপাস্যবস্তু মায়ার অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্রেচ্ছ এবং অবাধগতিবিশিষ্ট। সুতরাং কৃষ্ণভজন করিতে হইলে বাসুদেব-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী গোবিন্দ-কৃষ্ণ, সীতারাম-কৃষ্ণের উপাসনা উত্তরোত্তর সেবনোৎকর্ষক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার সর্বোত্তমত্ব সেই রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু ঔদার্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন দেখাইতেছেন। এরূপ দয়া অপরিমিত ও অপরিসীম। সেজন্যই মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ প্রকাশবিগ্রহের দ্বারা ও জগদ্‌বিধাতার দ্বারা সর্বত্র হরিসেবা-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।।৮৪।।

দুই প্রভু----নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর। নিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং হরিদাস ঠাকুর----উভয়েই বৈষ্ণবসন্ন্যাসী।।৮৮।।

ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণ ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণের প্রতি বিরোধভাব পোষণ করেন। সেই সকল বিরুদ্ধবাদীর বিচারে ঐকান্তিক ভক্তগণ 'ভণ্ড'-শব্দ-বাচ্য। ভক্তের বিরোধী হওয়ায় তাহাদিগের অবিচারে অবস্থানহেতু ভক্তের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। এই সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ভক্ত-বিদ্বেষী জানিয়াও নারায়ণের সেবক মনে করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্‌বিমুখ হওয়ায় তাহারা বিদ্বেষী হইয়া সত্যভ্রষ্ট হয়।।৯০।।

কুবিচারপরায়ণগণের বিচারের ন্যায় সদ্‌ব্রাহ্মণগণের বিচার নহে। তাঁহারা ভগবদ্‌ভক্তগণের রক্ষা-কামনায় কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তগণের শুভানুধ্যানই----সজ্জন ব্রাহ্মণগণের ধর্ম। বিরোধিগণের ব্রাহ্মণতা হইতে চ্যুত হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি লাভ ও ভক্তিবিরোধ-কার্য অনিবার্য।।৯১।।

নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,----"জগাই-মাধাইকে কৃষ্ণোপদেশ করিয়া তাহারা বৈষ্ণব হইবে মনে করা দূরে থাকুক আমরা প্রাণ লইয়া উহাদের দুর্দমনীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেই ভাল।।"৯৩।।

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,---- "হে প্রভো নিত্যানন্দ, তুমি শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞাক্রমে জীবের যে মঙ্গল কামনা করিলে, তজ্জন্য ইহারা অপঘাত-মৃত্যুতে আমাদের উভয়েরই প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হইল। এখন আর এই সকল কথা আলোচনা করিয়া কি ফল?"।।৯৪।।

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,----"অশ্রদ্দধান জনে হরিনাম দেওয়ায় অপরাধ। অযোগ্য দোষিদ্বয়কে যখন উপদেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তখন আমাদের অপরাধজনিত উচিত শাস্তি ললাটে লিপিবদ্ধ আছে।।"৯৫।।

জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিতেছেন,----তোমাদের জানা উচিৎ ছিল যে, জাগাই-মাধাই-দস্যুদ্বয় এস্থানে অবস্থান করে, তাহাদিগের নিকট কেহই দুর্বৃত্তাচরণ না পাইয়া ভালয় ভালয় ফিরিতে পারে না। তোমরা একটু অপেক্ষা করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে আমরা আসিতেছি নিরীক্ষণ কর।।৯৯।।

নিত্যানন্দ বলে,—''আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি' দেখ, তোমার প্রভু সে বিহ্বল।।১০৩।।
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান-বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে।।১০৪।।
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তান।
'চোর, ঢঙ্গ' বই লোক নাহি বলে আন।।১০৫।।
না করিলে আজ্ঞা তান সর্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে।।১০৬।।
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাম,—দোষভাগী আমি।।''১০৭।।
হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল।।১০৮।।
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ি।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি।।১০৯।।

প্রভুদ্বয়ের অদর্শনে দস্যুদ্বয়ের নিবৃত্তি; দুই প্রভুর স্থৈর্য ও পরস্পর আলিঙ্গনপূর্বক প্রভুসমীপে গমন এবং দস্যুদ্বয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন—

দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল।।১১০।।
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল?১১১।।
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়।।১১২।।
স্থির হই' দুই জনে কোলাকুলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে।।১১৩।।
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ মদনমোহন।।১১৪।।
চতুর্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল।।১১৫।।
কহেন আপন-তত্ত্ব সভা-মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি-সঙ্গে।।১১৬।।
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়।।১১৭।।
''অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মদ্যপ, পুনঃ বলায় ব্রাহ্মণ।।১১৮।।
ভালরে বলিল তারে—'বল কৃষ্ণ-নাম।'
খেদাড়িয়া আনিলেক, ভাগ্যে রহে প্রাণ।।''১১৯।।

মহাপ্রভুর দস্যুদ্বয়ের বিষয়-জিজ্ঞাসা ও গঙ্গাদাস এবং শ্রীনিবাসের উত্তর—

প্রভু বলে,—'কে সে দুই, কিবা তার নাম?
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?''১২০।।

হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন,---আমি দৌড়াইয়া পলাইতে পারি না জানিয়াও তোমার ন্যায় দ্রুতগামী ও সর্বদা সকল-কার্যে অগ্রসর চঞ্চল স্বভাব ব্যক্তির সহিত আসিয়াছি।।১০১।।

হরিদাস বলিতেছেন,---কৃষ্ণ আমাকে আম্বুয়া-মুলুকের কাজিরূপে যবনের হস্ত হইতে কএকদিন পূর্বে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য আমি 'নিত্যানন্দ'-নাম-ধৃক্ চঞ্চলের বুদ্ধির দোষে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি।।১০২।।

হরিদাসের বাক্যে নিত্যানন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,---প্রভুর বিহ্বলতা দেখিয়াই আমি চঞ্চল হইয়াছি, কিন্তু আমি নিজে চঞ্চল নহি। মহাপ্রভু---ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ; তিনি রাজার ন্যায় প্রত্যেক গৃহে হরিনাম প্রচারের আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই আজ্ঞা আমি পালন করিতেছি।।১০৩।।

নিত্যানন্দ বলিতেছেন,---শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা আমি আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া আমাদিগকে লোকে অনধিকারপ্রবেশকারী চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ মনে করে, আবার কেহ কেহ বা আমাদিগকে কপট সজ্জাশোভিত ঢঙ্গকারী মনে করে।।১০৫।।

মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে তুমি এবং আমি---আমরা উভয়েই প্রত্যেকের গৃহে হরিনাম উপদেশ করিতেছি; কিন্তু তুমি কেবল আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে; ইহা দুঃখের বিষয়। আমি একা দোষী নহি, ইহাতে মহাপ্রভুতেও দোষ স্পর্শ করিতেছে।।১০৭।।

সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম-প্রকাশ।।১২১।।
"সে-দুইর নাম প্রভু—'জগাই-মাধাই'।
সুব্রাহ্মণপুত্র দুই—জন্ম এই ঠাঞি।।১২২।।
সঙ্গদোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি।।১২৩।।
সে-দুই'র ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে।।১২৪।।
সেই দুই'র পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি।।"১২৫।।

দস্যুদ্বয়ের কর্মে মহাপ্রভুর সক্রোধ উক্তি, নিত্যানন্দ কর্তৃক উভয়ের উদ্ধার প্রার্থনা, প্রভুর আশ্বাস-প্রদান ও বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি—

প্রভু বলে,—"জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।।"১২৬।।
নিত্যানন্দ বলে,—"খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা' না যাইব আমি।।১২৭।।
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে 'গোবিন্দ' বলাই।।১২৮।।
স্বভাবেই ধার্মিকে বলয়ে 'কৃষ্ণ'-নাম।
এ দুই বিকর্ম বই নাহি জানে আন।।১২৯।।
এ দুই উদ্ধারোঁ যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকি-পাবন' হেন নাম।।১৩০।।
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দু'য়ের উদ্ধারের সীমা।।"১৩১।।
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার।।১৩২।।
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল।।"১৩৩।।
শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ।
'জয়-জয়'-হরিধ্বনি করিলা তখন।।১৩৪।।
'হইল উদ্ধার',—সবে মানিলা হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে।।১৩৫।।

অদ্বৈত-স্থানে হরিদাসের নিত্যানন্দ-চাঞ্চল্য-কথন এবং উত্তর-প্রদানমুখে অদ্বৈতের ব্যাজস্তুতি—

"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
'আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিকে যায়?''১৩৬।।
বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তা'রে ধরিবারে যায়।।১৩৭।।
কূলে থাকি' ডাক পাড়ি' করি 'হায় হায়।'
সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়।।১৩৮।।
যদি বা কুলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া।।১৩৯।।
তা'র পিতা-মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা'-সবা' পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া।।১৪০।।
গোয়ালার ঘৃত-দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়।।১৪১।।
সেই সে করয়ে কর্ম—যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে,—মোরে বিবাহিয়ে।।১৪২।।

জগাই ও মাধাই উভয়েই অত্যন্ত মদ্যপান করিয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন।

রড়ারড়ি—দ্রুতগমন, দৌড়াদৌড়ি।।১০৯।।

মহাপ্রভু বলিলেন,—ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্যপান করা কর্তব্য নহে। দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে।।১২০।।

জগাই মাধাই—এই দুইটী পুত্রের পিতা স্বধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা পুত্রদ্বয়ে পরহিংসা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি অপকর্ম অসৎসঙ্গ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে।।১২২-১২৩।।

মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে খণ্ড খণ্ড করিবেন বলায় নিত্যানন্দ বলিলেন,—তাহারা জীবিত থাকিতে আমি আর আপনার আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইব না।।১২৭।।

চড়িয়া ষাঁড়ের পীঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি' দুহি' খায়।।১৪৩।।
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
'কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে?'১৪৪।।
'চৈতন্য' বলিস্ যারে 'ঠাকুর' করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া? ১৪৫।।
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে।।১৪৬।।
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি' আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে।।১৪৭।।
মহাক্রোধে ধাইয়া আইল মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার।।"১৪৮।।
হাসিয়া অদ্বৈত বলে,—"কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে।।১৪৯।।
তিন মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত?১৫০।।
নিত্যানন্দ করিব সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল।।১৫১।।
এই দেখ তুমি—দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠীমাঝে।।"১৫২।।
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই' বলে অশেষ বিশেষ।।১৫৩।।
"শুনিবা সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায়, দেখোঁ তান শক্তি।।১৫৪।।
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই-নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া।।১৫৫।।
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লই' তুমি আমি পলাই যতনে।।"১৫৬।।

অদ্বৈতের উক্তিতে হরিদাসের
হাস্য ও ভরসা—

অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
মদ্যপ-উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ।।১৫৭।।

অদ্বৈতের প্রেমচেষ্টা বুঝিতে অক্ষম জনগণের
পক্ষপাতিত্ব ও তৎপরিণাম—

অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি?
বুঝে হরিদাস প্রভু—যার যেন মতি।।১৫৮।।
এবে পাপী-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া।।১৫৯।।
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়।।১৬০।।

মদ্যপদ্বয়ের মহাপ্রভু-ঘাটে আগমন ও অবস্থান,
তাহাতে সকলের শঙ্কা—

সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল—যে-ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে।।১৬১।।

ধার্মিকেরা নিজ স্বভাব হইতেই কৃষ্ণনাম বলেন। কিন্তু এই দুইজন মন্দকর্ম ব্যতীত কোন ভাল কথা গ্রহণ করিবার পাত্র নহেন। সুতরাং সর্বাগ্রে আপনি যদি এই দুজনকে 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার 'পতিতপাবন'-নামের মহিমা সংরক্ষিত এবং আপনার বাক্যের সার্থকতা হয়।।১২৯-১৩০।।

হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর নিকট নিত্যানন্দের নানাপ্রকার চাঞ্চল্যের কথা জানাইয়া পরিশেষে জগাই-মাধাইএর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে নিত্যানন্দ এই দুই মদ্যপের নিকট কৃষ্ণকথা জানাইতে গিয়া তাহাদের ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন। সেই দস্যুদ্বয়ের হস্ত হইতে আপনার অনুগ্রহেই অদ্য প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—হরিদাস, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু হরিরস-মদিরাপানে অতি মত্ত, আর জগাই-মাধাই দুই ব্যক্তি সাধারণ মদ্যপান করিয়া মাতাল; সুতরাং তাঁহাদের তিন জন মাতালের পরস্পর সঙ্গ করাই কর্তব্য। তুমি যখন ভগবন্নিষ্ঠ, তখন আর তাহাদের সমীপে গমন করা তোমার কর্তব্য নহে।।১৪৯-১৫০।।

আমি শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র ভাল করিয়া জানি। তিনি দুই তিন দিনের মধ্যে সেই দুই মদ্যপানরত দস্যুকে বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে আনিবেন।।১৫১।।

দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্বঠাঞি দেই' হানা।।১৬২।।
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক।।১৬৩।।
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে।
যদি যায়—তবে দশ-বিশের গমনে।।১৬৪।।

মহাপ্রভুর কীর্তনধ্বনি শ্রবণে দস্যুদ্বয়ের মদমত্ততা-হেতু নৃত্য, কৃষ্ণকীর্তনকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বলিয়া ধারণা—

প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্বরাত্রি প্রভুর কীর্তন শুনি' জাগে।।১৬৫।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি' নাচে রঙ্গে।।১৬৬।।
দূরে থাকি' সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায়।।১৬৭।।
যখন কীর্তন করে, দুই জন রহে।
শুনিয়া কীর্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়ে।।১৬৮।।
মদ্যপানে বিহ্বল—কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে।।১৬৯।।
প্রভুরে দেখিয়া বলে,—''নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।।১৭০।।
গায়েন সব ভাল, মুঞি দেখিবারে চাঙ।
সকল আনিয়া দিব—যথা যেই পাঙ।।''১৭১।।
দুর্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায়।।১৭২।।

দস্যুদ্বয়ের উদ্ধার-বাসনায় নিত্যানন্দের আগমন, মদ্যপগণের নিত্যানন্দ-পরিচয় জিজ্ঞাসা, অবধূত-নাম-শ্রবণে মাধাইর ক্রোধ ও প্রভু-শিরে মুটকী আঘাত—

একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে, দোঁহে ধরিলেক গিয়া।।১৭৩।।
'কেরে কেরে' বলি' ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন,—''প্রভুর বাড়ী যাই।।''১৭৪।।
মদ্যের বিক্ষেপে বলে,—''কিবা নাম তোর?''
নিত্যানন্দ বলে,—'' 'অবধূত' নাম মোর।।''১৭৫।।
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দরায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়।।১৭৬।।
'উদ্ধারিব দুইজন'—হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে।।১৭৭।।

অদ্বৈতপ্রভুর প্রেমচেষ্টা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় সন্তান ও কতিপয় অভক্ত শিষ্যব্রুব বৈষ্ণবতার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অদ্বৈত প্রভুকে কেবলাদ্বৈতবাদী সাজাইয়া তাঁহার পক্ষ গ্রহণপূর্বক শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়বর পাত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে গর্হণ করেন। অদ্বৈতসন্তান শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্বৈতের কতিপয় মায়াবাদী বংশধর অচ্যুত-গুরু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকেও অবজ্ঞা করেন। ইহাতে তাঁহাদের অমঙ্গল হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অবৈধ শিষ্যগণ ও সন্তানসমূহ যখন দেখিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপ্রকটে তদীয় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্যে হরিভজন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। তাঁহারা আধ্যক্ষিক দর্শনে আপনাদের বংশগৌরব এবং প্রভু অদ্বৈতকে বিষ্ণুবোধে আপনাদিগকে 'বিষ্ণুসন্তান' জ্ঞান করিয়া শ্রীগদাধর-প্রভুর ভজন-প্রয়াসীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।।১৫৯।।

পাপচিত্ত হরিবিমুখ জনগণ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ আছে মনে করিয়া তাহাদের অপস্বার্থপর বিচারে একের পক্ষ গ্রহণ পূর্বক অপরের ভজনানুষ্ঠানের নিন্দা করে। কিন্তু উভয় বৈষ্ণবই ভগবৎসেবাপর; তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্য কল্পনা করিয়া একজন অসতের মত সমর্থনকারী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ এবং অপরে তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া শোধন প্রার্থনা করেন বলিয়া তাহাদের বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহাকে গর্হণপূর্বক বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর ভেদের সম্ভাবনা আছে—— এরূপ মতবাদের প্রচার করেন এবং তৎফলে নিজ সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন।।১৬০।।

নবদ্বীপবাসী মহৎ, ধনী, দরিদ্র সকলেই এই দস্যুদ্বয়ের ব্যবহারে ভীত হইল। রঙ্ক——কৃপণ, দরিদ্র।।১৬৩।।

'অবধূত' নাম শুনি' মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।।১৭৮।।
ফুটিল মুটকী শিরে,—রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে।।১৭৯।।

মাধাইর কার্যে জগাইর নিবারণ—

দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি' মাথে।
আরবার মারিতে ধরিল তার হাতে।।১৮০।।
"কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দৃঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়? ১৮১।।
এড় এড় অবধূতে, না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার?"১৮২।।

প্রত্যক্ষদর্শীর প্রভুসমীপে নিত্যানন্দ-সংবাদ-জ্ঞাপন, সপার্ষদ মহাপ্রভুর আগমন, চক্র আহ্বান ও দস্যুদ্বয়ের তদ্দর্শন—

আথেব্যথে লোকে গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা।।১৮৩।।
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দু'য়ের ভিতরে।।১৮৪।।
রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র, চক্র, চক্র'—প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে।।১৮৫।।
আথেব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা।।১৮৬।।

ভক্তগণের শঙ্কা ও নিতাইর প্রভু সমীপে নিবেদন—

প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন।।১৮৭।।
"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই।।১৮৮।।
মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু, এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর—তুমি হও স্থির।।"১৮৯।।

প্রভুর জগাইকে আলিঙ্গন ও কৃপা—

'জগাই রাখিল',—হেন বচন শুনিয়া।
জগায়েরে আলিঙ্গিয়া প্রভু সুখী হৈয়া।।১৯০।।
জগায়েরে বলে,—"কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে।।১৯১।।
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ,—তাহা তুমি মাগ'।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তিলাভ।।"১৯২।।

জগাইর সৌভাগ্যে বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও জগাইর মূর্চ্ছা—

জগায়েরে বর শুনি' বৈষ্ণবমণ্ডল।
'জয় জয়' হরিধ্বনি করিলা সকল।।১৯৩।।
'প্রেম-ভক্তি হউ' করি' যখন বলিলা।
তখনি জগাই প্রেমে মূর্ছিত হইলা।।১৯৪।।

প্রভুর জগাইকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন ও বক্ষে শ্রীচরণ স্থাপন এবং জগাইর আনন্দ-ক্রন্দন—

প্রভু বলে,—"জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে।।"১৯৫।।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।।১৯৬।।
দেখিয়া মূর্ছিত হঞা পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য-গোসাঞি।।১৯৭।।

যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেন, তাঁহারা সন্ধ্যার পরে গঙ্গাস্নান করিতে গেলে জগাই-মাধাইর নিকট আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় দশ বিশ জন একত্র হইয়া গঙ্গায় স্নান করিতে যান।।১৬৪।।

জগাই-মাধাই দস্যুদ্বয় নদীয়ানগরের নানাস্থানে স্ব-স্ব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীর ঘাটের নিকট আড্ডা করিল। প্রভুর কীর্তনের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মদ্যপানের অনুষ্ঠান জাঁকাইয়া লইল। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কৃষ্ণকীর্তন-বাদ্যকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গান' মনে করিয়া তাহাদের ন্যায় তামস-ভজনের আনুষ্ঠানিক সম্পূর্ণতার পূর্ণাঙ্গসিদ্ধির প্রশ্ন করিল। দস্যুদ্বয় বলিল,----"মঙ্গলচণ্ডীর গানের যতপ্রকার দ্রব্য লাগে, তাহারা সব যোগাড় করিয়া দিবে।।"১৬৫-১৭১।।

মুটকী,---ভাঙ্গা হাড়ী।।১৭৮।।

দেশান্তরী,---বিদেশী ব্যক্তি।।১৮১।।

পাইয়া চরণধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই—যেন অমূল্য রতন।।১৯৮।।
চরণে ধরিয়া কাঁদে সুকৃতি জগাই।
এমত অপূর্ব করে গৌরাঙ্গ-গোসাঞি।।১৯৯।।

জগাই-মাধাইর চরিত্র—

এক জীব, দুই দেহ—জগাই-মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঞি।।২০০।।

জগাইর অনুগ্রহ-লাভ দর্শনে মাধাই-এর চিত্ত পরিবর্তন, নিত্যানন্দ-চরণ ধারণপূর্বক অনুগ্রহ প্রার্থনা এবং মহাপ্রভুর উত্তর—

জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল।।২০১।।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি' দণ্ডবৎ হৈয়া।।২০২।।
"দুইজনে একঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ? ২০৩।।
মোরে অনুগ্রহ কর,—লঙ তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন।।"২০৪।।
প্রভু বলে,—"তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি।।"২০৫।।

মাধাইর কৃপা-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে প্রভুসহ বাদ-প্রতিবাদ—

মাধাই বলয়ে,—"ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম প্রভু আপনি কেনে ছাড়?২০৬।।
বাণে বিন্ধিলেক তোমা' যে অসুর-গণে।
নিজ-পদ তা'সবারে তবে দিলে কেনে?"২০৭।।
প্রভু বলে,—"তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত।।২০৮।।
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দৃঢ়।।"২০৯।।
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে? ২১০।।

শ্রীনিত্যানন্দের মাধাই-কর্তৃক আহত হইবার সংবাদ পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর তথায় আগমনপূর্বক সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিলেন। সুদর্শন চক্র দেখিয়া মদ্যপগণের ভীতির সঞ্চার হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন,—আমার রক্তপাতে বেশী কষ্ট হয় নাই। মাধাই যখন আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, জগাই তখন রক্ষা করিয়াছিল; তথাপি দৈবক্রমে রক্তপাত হইয়াছে মাত্র। উহাদের কোন দোষ নাই। দস্যুদ্বয়ের শরীরে প্রত্যাঘাত করিয়া ফল নাই। আপনি স্থির হউন, তাহাদের শরীরদ্বয় আমাকে ভিক্ষা দি'ন।।১৮৩-১৮৯।।

ভক্তবৎসল ভগবান্ গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট 'মাধাইয়ের আক্রমণ হইতে জগাই রক্ষা করিয়াছে' শুনিয়া জগাইকে প্রেমালিঙ্গন-পূর্বক বলিলেন,—নিত্যানন্দকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তুমি যে কার্য করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার নিকট বিক্রীত হইয়াছি। আমার আশীর্বাদে তুমি কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ কর।।১৯০-১৯২।।

জগাই ও মাধাই উভয়ে একযোগে, কেহ বা কখনও সৎকার্যের ব্যপদেশে অসন্নিবারণ করে এবং অন্য সময় সেই আবার পাপে প্রবৃত্ত হইলে অপরে তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করে। সুতরাং উভয়েই দুষ্ট। জগাইএর পুরস্কার দেখিয়া মাধাইএর চিত্ত পরিবর্তিত হইল।।২০০।।

মাধাই বলিল,—আমরা উভয়ে একযোগেই পাপকর্ম করিয়াছি। একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ—এইরূপ দুইপ্রকার বিচার ঠিক নহে।।২০৩।।

মহাপ্রভু মাধাইএর বাক্য শুনিয়া নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করায় তাহার পরিত্রাণ হইবে না, বলিলেন। তদুত্তরে মাধাই কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার কথার আবাহন করিয়া বলিল,—"পূর্ব পূর্ব অসুরগণ বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় অসুর পরিত্রাণ লাভ করিবে না কেন?" এতৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিলেন,—"বিষ্ণুবিদ্বেষ অপেক্ষা বিষ্ণুসেবক নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করা গুরুতর অপরাধ। ভগবদঙ্গ আক্রমণ করা অপেক্ষা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি দৌরাত্ম্য করা অধিক অপরাধের কথা।।২০৫-২০৯।।

সর্ব রোগ নাশ', বৈদ্যচূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি।।২১১।।
না কর কপট প্রভু, সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা,—আর লুকাইবা কাত?''২১২।।

নিত্যানন্দ-চরণে আশ্রয়-গ্রহণার্থ মাধাইকে প্রভুর আদেশ ও মাধাইর তথাকরণ—

প্রভু বলে,—''অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া গিয়া পড়।।''২১৩।।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাইচরণ।।২১৪।।
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন যেই চরণপ্রকাশ।।২১৫।।

মাধাইকে কৃপা করিতে মহাবদান্য মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে অনুরোধ—

বিশ্বম্ভর বলে,—''শুন নিত্যানন্দরায়।
পড়িল চরণে—কৃপা করিতে যুয়ায়।।২১৬।।
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার—পড়িল তোমাত।।''২১৭।।

নিত্যানন্দের নিজ-সৌভাগ্য-বিনিময়ে প্রভুস্থানে মাধাইর জন্য কৃপাভিক্ষা—

নিত্যানন্দ বলে,—'প্রভু, কি বলিব মুঞি?
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর—সেহ শক্তি তুঞি।।২১৮।।
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে,—শুনহ নিশ্চিত।।২১৯।।
মোর যত অপরাধ,—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর,—তোমার মাধাই।।''২২০।।

মাধাইকে আলিঙ্গন-দানার্থ মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে আদেশ—

বিশ্বম্ভর বলে,—''যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ', হউক সফল।।''২২১।।

নিত্যানন্দের মাধাইকে কৃপা—

প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সর্ব বন্ধনমোচন।।২২২।।
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা।।২২৩।।

জগাই-মাধাইর গৌর-নিত্যানন্দ-স্তুতি, মহাপ্রভুর তাহাদিগকে উপদেশ ও কৃপা, জগাই-মাধাইর তৎকরণে অঙ্গীকার এবং প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তিতে আনন্দমূর্চ্ছা—

হেনমতে দু'জনেতে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ।।২২৪।।
প্রভু বলে,—''তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই-মাধাই বলে,—''আর নারে বাপ।।''২২৫।।
প্রভু বলে,—''শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন।।২২৬।।
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস,—সব দায় মোর।।২২৭।।

কাত-কাহাকে, কাহার নিকট।।২১২।।

''দেবগণের বিপৎকালে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর----মানবাদি প্রাণীর সঙ্কট উপস্থিত হইলে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর। মানবাদি প্রাণীর ন্যায় চেতনবিশিষ্ট না হইলেও উদ্ভিদ-সমূহকে রক্ষা করিবার শক্তিও তোমার আছে''----শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে এই কথা বলিলেন।।২১৮।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,---আমার নিকট মাধাই অপরাধ করে নাই। আমি জন্মে জন্মে তোমার যাবতীয় সেবা করিয়াছি, সেই সৌভাগ্যফল অদ্য মাধাই দৌরাত্ম্য করিয়া তোমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইল। সুতরাং আমার নিকট মাধাইয়ের যে অপরাধ, সকলই তুমি ক্ষমা করিয়া মাধাইকে নিষ্কপট কৃপা করিয়াছ। অতএব বিচারকাপট্যরূপ মায়া পরিত্যাগ করিয়া মাধাইকে অহৈতুকী কৃপা কর।।২১৯-২২০।।

প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু আক্রমণকারী মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাহাকে নিজশক্তি সঞ্চার করিলেন। নিত্যানন্দ-শক্তিবলে মাধাই সকল সদ্গুণসম্পন্ন হইলেন। প্রাপঞ্চিক ভোগপ্রবৃত্তি রহিত হইয়া ভগবানের সেবাধিকার লাভরূপ শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা পুণ্যশ্লোক হইলেন।।২২২-২২৩।।

তো-দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার।।"২২৮।।
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' পড়িল তথাই।।২২৯।।

প্রভুর উভয়কে স্বগৃহে লইয়া কীর্তনে যোগদানের অধিকার প্রদান—

মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে।
বুঝি' আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে।।২৩০।।
"দুই জনে তুলি' লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্তন করিব দুই জনের সহিতে।।২৩১।।
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব।।২৩২।।
এ দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান।।২৩৩।।
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়।।"২৩৪।।

ভগবদ্বিমুখ জনগণ প্রপঞ্চে ভোগের লোভে আচ্ছন্ন হইয়া নানাবিধ পাপ সঞ্চয় করে। পরম করুণাময় গৌরহরি দস্যুদ্বয়কে ভবিষ্যতে পাপ-প্রবৃত্তিতে রত হইতে নিষেধ করিলেন। জগাই-মাধাই প্রভুর আদেশ সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া আর কখনও পাপ করিবেন না——এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।।২২৫।।

ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণ জড়ভোগে বিরত হইয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হন। তখন আর তাঁহাদের সংসারে পাপ-পুণ্য-লাভের জন্য ভোগ প্রবৃত্তি থাকে না। সেইকালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিয়া চিদানন্দময় অনুভূতিতে অনুক্ষণ ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। স্বরূপজ্ঞানলব্ধ জীব মায়া-বন্ধন মুক্ত হইয়া তাঁহাদের যাবতীয় অনুষ্ঠান ভগবৎসেবার উদ্দেশে বিহিত করায় তাঁহাদের স্নান, ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতি সকল কার্যই কৃষ্ণসেবাতাৎপর্যপর হইয়া বৈকুণ্ঠানুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইকালে বদ্ধজীবের কোটি কোটি জন্মের পাপ বিদূরিত হয়। সকল পাপ-এবং সঞ্চিত কুভোগাদি সমস্তই ভগবন্মায়ায় বিলীন হয়। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীবৃত্তি দুর্বল জীবের হরিবিমুখতা পরিহার করিয়া ভক্তের উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মসমর্পিত স্বরূপোপলব্ধ ভক্ত অচিরেই বিমুক্তির ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া কোন প্রকার পাপপুণ্যাদির প্রশ্রয় দেন না। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক-দ্বারা কৃষ্ণের এই অভিব্যক্তি জীবকুলের সন্তাপ নাশক।।২২৬-২২৭।।

তথ্য। "নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ। অশ্নিতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ।।" "ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ" অর্থাৎ হরিপরায়ণ সুধী ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে যে অন্ন সেবন করেন, সেই অন্ন ভগবানের বদনপদ্মগত, সন্দেহ নাই। আমি ভক্তের রসনাগ্রে রস আস্বাদন করি।। (——হঃ ভঃ বিঃ ১০।২৬৫-২৬৬)।।২২৮।।

জগাই-মাধাই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণকুলের প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ-পূর্বক দস্যুবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের পুনর্জীবন লাভ হইল। প্রাপঞ্চিক ভোগ-মূঢ়তা অপসারিত হওয়ায় তাঁহারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনরূপ ত্রিতত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্রে পারঙ্গতি লাভ করিলেন। তাঁহারা স্বরূপতঃ গৌড়ীয়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকায় চিদানন্দময় হইলেন। মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ তাঁহাদের একমাত্র অনুশীলনীয় বস্তুরূপে প্রতিভাত হওয়ায় মায়ামোহিত ভাব অপসারিত হইল।।২৩০।।

অহৈতুকী কৃপা-পারাবার গৌরসুন্দর দস্যুদ্বয়ের সকল অপরাধ ক্ষমাপন-পূর্বক তাঁহাদিগকে হরিকীর্তন শ্রবণ করাইয়া কীর্তনে যোগদান করিবার অধিকার দিলেন। ইঁহারা জাগতিক-দৃষ্টিতে সমাজ-বিদ্রোহী পাষণ্ড ছিলেন। অত্যন্ত অধমতা হইতে ইঁহাদিগকে সর্বোত্তম বিষ্ণুসেবাধিকার প্রদত্ত হইল। প্রাণিকুলের পিতামহ ব্রহ্মা আধিকারিক-বিচারে যে সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত, আজ তদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ইঁহারা সর্বোত্তম বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা কত বড়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিতান্ত অধম, অযোগ্য জনগণকে নির্হেতুক দয়াপরবশ হইয়া চিরতরে সর্বোত্তম করাইতে পারেন।।২৩২।।

দস্যুদ্বয়ের দর্শন স্পর্শনে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি জাগরূক হয়; কিন্তু ভগবৎকৃপালব্ধ দস্যুদ্বয়ের পাপ-দর্শন অদ্য পাপনিবৃত্তিকারিণী গঙ্গার স্পর্শনের ন্যায় পবিত্রতা লাভ করিল।।২৩৩।।

জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা।।২৩৫।।

গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে লইয়া উপবেশন ও উভয়ের প্রেমবিকার—

আপ্তগণ সান্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যাইতে।।২৩৬।।
বসিল আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর।।২৩৭।।
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্ররাজ।
চারিদিকে বৈসে সব—বৈষ্ণবসমাজ।।২৩৮।।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়, রামাই, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস।।২৩৯।।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য।।২৪০।।
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া।।২৪১।।
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব-গায়।
জগাই-মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি' যায়।।২৪২।।

চৈতন্যলীলার বৈশিষ্ট্য ও তদবিশ্বাসীর পরিণাম—

কার শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত।
দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত।।২৪৩।।
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এই মত লীলা তান অমৃতের খণ্ড।।২৪৪।।
ইহাতে বিশ্বাস যার, সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায়।।২৪৫।।

শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় জগাই-মাধাই-এর গৌরস্তুতি—

জগাই-মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে।।২৪৬।।
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায়।।২৪৭।।
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে—যার যেই তত্ত্ব।।২৪৮।।

বৈষ্ণবগণ দস্যুদ্বয়কে তাঁহাদের আত্মীয়জ্ঞানে নিজগণে গণনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভবনে লইয়া গেলেন।।২৩৫।।

আপ্তগণ সান্ভাইল----প্রভুর নিজ অন্তরঙ্গ জনগণ এবং আত্মসাৎকৃত দস্যুদ্বয় প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্যের প্রবেশ-নিবারণজন্য দ্বারবন্ধ হইয়াছিল।।২৩৬।।

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অত্যন্ত গম্ভীর ও সাধারণ-বিচারে দুষ্প্রবেশ্য। বহুজন্ম ধরিয়া হরিসেবার অনুকূলে অগ্রসর হইলেও জীবের যেমহাভাগবত-অধিকার হয় না, তাহা ক্ষণমাত্রেই অনধিকারী দস্যুদ্বয়ের প্রাপ্যবিষয় হইল। সুতরাং এই শক্তি বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই।।২৪৩।।

ইতরদেবযাজী পাষণ্ডকুল নিজ নিজ বাসনার তাড়নায় যে দুর্বৃত্ততাচরণ করিতেছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা হরিসেবায় নিযুক্ত হইল। এই মধুর লীলা শ্রীগৌরসুন্দরের জীবকুলকে অমৃতাংশ প্রদানের সমুৎকৃষ্ট আদর্শ।।২৪৪।।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলা বুঝিতে না পারিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন, তাঁহারা কোনদিনই সেবোন্মুখতা লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের জড়াভিনিবেশ অনিবার্য এবং নানাবিধ সাংসারিক ক্লেশ তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিয়া নিম্নস্তরে অবস্থিত করায়; আর শ্রীগৌরভক্তগণ অনায়াসে কৃষ্ণসেবা করিতে সমর্থ হন। যাহারা জড়জগতে প্রলুব্ধ হইয়া ভোগ-কামনা করে, তাহারা ভগবৎসেবা অপেক্ষা জড়বিষয়ের প্রভু হইবার জন্যই প্রযত্ন করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য। কৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভই যে একমাত্র পরমার্থ এবং সর্বতোভাবে আপেক্ষিক প্রয়োজন-লাভের মধ্যে সর্বোত্তম----এই উপলব্ধি না থাকিলে জীব অমঙ্গল হইতে অধিকতর অমঙ্গলে অবতরণ করে। জাগতিক ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি ও সান্কী ভাষা এবং শব্দোদিষ্ট বিষয়সমূহে জীব প্রলুব্ধ হইলে মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি দ্বারা জড়বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হয়। তখন প্রপঞ্চে সুষ্ঠুভাবে আহারবিহারাদিতে তাহার শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ হইতে থাকে, ইহাই তাহার অধঃপতনের কারণ। বহির্মুখ জীব চিৎসাহিত্য আলোচনায় দিন দিন স্বীয় বৈমুখ্যবৃত্তিতে রুচি লাভ করে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাঁহার বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিবিশিষ্ট শব্দ লাভ ঘটে, তাঁহার প্রকৃতির অতীত নিত্যচিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যে আগ্রহ বাড়িয়া যায়। তিনি তখন শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ভোগোপকরণকে

এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয়।।২৪৯।।
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর।।২৫০।।
জয় জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্বকার্য্য।।২৫১।।
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যশরণ।।২৫২।।
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু।।২৫৩।।
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর।।২৫৪।।

শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় না জানিয়া বিষ্ণুই যে সকল ইন্দ্রিয়ের নিত্যগতি, তাহা বুঝিতে পারেন এবং গুরুকৃপায়, ও তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত হন। এইকালে শ্রীরাধামদনমোহন-কৃষ্ণজ্ঞান তাঁহাকে জড়ভোগ বিষয়ানুভূতি হইতে রক্ষাবিধান করেন। অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্য শ্রীরাধামদনমোহন তৎকালে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্তিতে সপরিকরবিশিষ্ট হইয়া সেবাসুখাধিকার প্রদানের জন্য আবির্ভূত হন এবং তৎকালে জীব গোপীজনবল্লভের রাসস্থলীতে স্বীয় প্রয়োজনসিদ্ধি লাভ করেন। গৌরসুন্দরের চরণে শ্রদ্ধার এত মহিমা। গৌরবিদ্বেষী শব্দোচ্চারণকারী এবং শব্দার্থবিদ্গণের কপটতায় মূঢ়তা লাভ কখনই শ্রদ্ধা-বৃত্তির বিষয় হওয়া উচিত নয়।।২৪৫।।

'শুদ্ধা সরস্বতী' শব্দে জীবের শব্দবিষয়ে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির সেবাময়ী মূর্তির অবতারণা। বিদ্ধা সরস্বতী জীবকে পুষ্করাসাদী, সান্‌কী, খরৌষ্ঠী ও ব্রাহ্মী ভাষার শব্দসমূহের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপন্ন করায়, তাহাতে তাহারা সরস্বতী দেবীকে বিদ্ধোপচারে পূজা করিতে গিয়া সরস্বতীপতি হইতে চাহে; কিন্তু শুদ্ধাসরস্বতীর পতি 'নারায়ণ'----এ কথা তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। সুতরাং বিদ্ধা-সরস্বতীপতি হইবার চেষ্টা তাহাদের রাবণ-শিষ্যত্বেই পরিণতি ঘটে।।২৪৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভরকে দশ প্রকারে সেবা করিয়া ধারণ করেন। এজন্য তাঁহার নাম----'বিশ্বম্ভরধর'। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয়-ব্যতীত জীবের বিশ্বম্ভরের কোন ধারণাই হইতে পারে না।।২৫০।।

"আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।।" "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু----ইঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যদেব পরম পরাৎপরতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু----পরাৎপরতত্ত্ব এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু----পরতত্ত্ব। শ্রীগৌর-লীলায় ইঁহারা সকলেই নিজ আচরণ দ্বারা নামবিনোদ-লীলার আচার ও প্রচার করিয়াছেন। যাঁহাদিগের নিজাচরণ শ্রীচৈতন্যশিক্ষার অনুকূল হয়, তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দের অধিকারী হইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয় করেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের যাবতীয় কার্যই----নিজ নামবিনোদরূপ আচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্যের সর্বকার্যই----আচার্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আচরণে সংশ্লিষ্ট। কেবলাদ্বৈত-বিচারমুখে শ্রীঅদ্বৈতের বাণী নামবিনোদের আচরণ হইতে পৃথক্ বলিয়াই শ্রীচৈতন্য-বাণীতে অচিন্ত্যভেদাভেদের সর্বকার্যের প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইয়াছে। সেই প্রচারানুকূলে আচরণ পরিত্যাগ করিয়া 'আচার্যনন্দন'-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ জগদীশ, বলরাম, স্বরূপ যে আচার-বহির্ভূত কার্য করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যনিত্যানন্দের সর্ব-কার্যের প্রতিকূল-চেষ্টা। কৃষ্ণ ও গোপালের আচরণ----নামবিনোদাচার্যের তাৎকালিক অনুকরণ মাত্র। শ্রীমদচ্যুতাচার্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আচরণের অনুগমন করায় তাঁহার আচার্যত্ব সর্বতোভাবে আদৃত। যে সময় নিজ-নাম-বিনোদাচার্য শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর আচরণের বিস্মৃতি তাঁহার অনুগত-পরিচায়কাঙ্ক্ষ-জনগণের মধ্যে প্রবলতা লাভ করিয়াছিল, সেই সময়ে শ্রীনিবাসাচার্য শ্রীগৌড়ীয়গণের আচার্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হন। বিষয়জাতীয় আচার্য প্রকাশাবতারগণ আশ্রয়জাতীয় আচার্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সর্বকার্য নিহিত করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে নামদেবাচার্য নামকৌমুদীকার লক্ষ্মীধরের বিচারানুকূলে যে কীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন, সেরূপ ঐশ্বর্যমিশ্র বিঠ্ঠলাচার্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিলেও আচার্য শ্রীনিবাসের নামকীর্তনের সহিত নাম-রসাস্বাদন-লীলা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগৎ লাভ করিয়াছিলেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার আক্রমণ না করিয়া নিজ-নামবিনোদাচার্যগণের অনুসরণে নামভজনপ্রচার-লীলা নাম-বিনোদাচার্যগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার গ্রহণের সুষ্ঠু আদর্শ। যাঁহারা নিত্যানন্দ-চৈতন্যের সর্বকার্য করিবার জন্য সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট, সেই শুদ্ধভক্তির স্রোতে শ্রীনামবিনোদের সর্বকার্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেই জয় প্রভু—তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ।।২৫৫।।

জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
প্রভুর বিগ্রহ—জয় অবধূতবর।।২৫৬।।

জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ।।২৫৭।।

জয় গদাধর-প্রাণ, মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর।।২৫৮।।

'নিজ-নাম' শব্দে 'কৃষ্ণনাম'কেই লক্ষ্য করে। যে কৃষ্ণনাম-নামীর সহিত অভিন্ন----যে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন-প্রচারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামসঙ্কীর্তনকারিরূপে কৃষ্ণভজনের সর্বাঙ্গসৌন্দর্য প্রকটিত করিয়াছেন—যে নিত্যানন্দ গৌড়ীয়দিগের নামাচার্য হইয়া নিজ-নাম-বিনোদাচার্য শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীনবদ্বীপনগরের গৃহে গৃহে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নিজ-নাম-বিনোদাচার্যগণ নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন। প্রাচীন-নবদ্বীপের পল্লীবিশেষ শ্রীগৌদ্রুমদ্বীপে যিনি শ্রীনিত্যানন্দের নামহট্ট স্থাপনপূর্বক আচরণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল নিজ-নামবিনোদাচার্যগণ একাধিকবার জয়যুক্ত হউন। "নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন। পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।।" যে শ্রীগোদ্রুমে নিত্যানন্দের নামহট্ট-প্রচারের ফলে বর্তমান গৌড়ীয়রুবজগতে অপরাধশূন্য নামভজনের কথা প্রচারিত হইয়াছে, সেই 'নিজনাম' শব্দে গৌণ-নাম-পরিবর্জিত শব্দের অবিদ্দ্রূঢ়িবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে। যে শ্রীনিত্যানন্দের নামহট্ট-স্থাপন-প্রভাবে শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নদীয়ার ঘাটে ঘাটে নামানন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নামভজন-প্রণালীর আচরণশীল জনগণ সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।।২৫১।।

শ্রীসনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখক জয়দেবপ্রমুখ কবিগণ 'রাজপণ্ডিত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই রাজপণ্ডিতবংশেরই দুহিতৃসূত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণ সেবা করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-নারায়ণের ঐশ্বর্য হইতে বিপ্রলম্ভচেষ্টা প্রদর্শন দেখিয়া লক্ষ্মী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভগবানের বিপ্রলম্ভলীলার সেবা করিবার জন্য বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য পরিহার করিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলার শ্রীচৈতন্য-সেবায় স্বীয় স্বীয় বিপ্রলম্ভানুগত্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলায় সম্ভোগরসের বিচারসমৃদ্ধির জন্য যে বিপ্রলম্ভ দুর্ভাগ্য জনগণের পরম বরণীয়, তাহা দেখাইবার জন্যই গৌরসুন্দরের রাজপণ্ডিত দুহিতৃপ্রাণেশ্বরত্ব। ঐ লীলা জয়যুক্ত হউন। ব্রাহ্মী, খরৌষ্ঠী, সানকী, পুষ্করাসাদী প্রভৃতি আকর ভাষাসমূহ হইতে উত্থিত বিভিন্ন ভাষার শব্দসমূহ যে পাণ্ডিত্য বিকাশ করে সেই পাণ্ডিত্য বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিপ্রকাশে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। জড়ভোগ-পিপাসা জীবকে অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া সেবাবিমুখ করায়। কিন্তু শ্রীজয়দেবাদি চিন্ময়কবিসমূহ অষ্টাধ্যায়ী গীতগোবিন্দের প্রারম্ভ শ্লোকে তাঁহাদের বংশে জাতা শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে ভাবিবিচারের প্রাকট্য সাধন করিয়াছিলেন।।২৫৪।।

নিত্যানন্দপ্রভু----বৈষ্ণবাধিরাজ। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত ভগবৎসেবায় সর্বদা উৎকণ্ঠ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই কৃষ্ণান্বেষণ-লীলায় কৃষ্ণসেবার সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ গৌরসুন্দরের আধিরাজ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানলীলায় শ্রীচৈতন্য-মহাবদান্যের বিতরণ করিয়াছেন, সেরূপ গৌড়ীয়কে আর কেহই কৃপা করেন নাই। তাঁহার কৃপায় শ্রীগদাধর-শ্রীরূপ-সনাতন-স্বরূপ-রঘুনাথাদি ভগবান্ গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গজনগণের সেবায় অধিকার লাভ প্রপঞ্চাগত জীবগণের সম্ভাবনা আছে----এরূপ আশার সঞ্চার করিয়াছেন। যিনি "পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ" সেই বৈষ্ণবাধিরাজ নিত্যানন্দের নামবিনোদ-কার্যই আচার্যত্ব। সেই বস্তুর বহুবচনান্ত জয়োৎকর্যতা হউক।।২৫৫।।

তথ্য। "ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্যহাঘবান্। শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুদ্ধ্যেরন্ যস্য কীর্তনাৎ।।" (---ভাঃ ৬।১৩।৮); "ব্রহ্মহা হেমধারী বা বালহা গোঘ্ন এব চ। মুচ্যতে নামমাত্রেণ প্রসাদাৎ কেশবস্য তু।।" (----পাদ্মোত্তর ৫১ অঃ)।।২৬৩।।

জগতে যত প্রকার অপরাধ হইতে পারে, সর্বাপেক্ষা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ করা ও বিষ্ণুভক্তি-রহিত করিয়া ব্রাহ্মণতার সংহার করার তুল্য অপরাধ আর নাই। চতুর্দশ-লোকমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা। সেই ব্রহ্মজ্ঞকুলের মধ্যে বিষ্ণুভক্তি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞতার উপান্ত ফল এবং বিষ্ণুভক্তিপ্রভাবে ভগবৎপ্রেমাই চরম ফলরূপে কথিত হইয়াছে। ভক্তির বিদ্বেষ করিলে জীবের নামভজনে রুচি হয় না। তখনই ভক্তি বিনা অন্য পথ-গ্রহণের অনুরাগ দেখা যায়। উহাই 'ব্রহ্মবধ'; কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মবধ করিয়াও

পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত—তাহা ঘোষয়ে সংসারে।।২৫৯।।
আমা-দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব মহিমা তোমার।।২৬০।।
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব।।২৬১।।
সত্য কহি,—আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী।।২৬২।।
কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তব নাম লয়।
সদ্য মোক্ষ-পদ তারবেদে সত্য কয়।।২৬৩।।
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন।।২৬৪।।
বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে, না কৈলে উদ্ধার।।২৬৫।।
মোরা দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা-দুই করিলে উদ্ধার।।২৬৬।।
এবে বুঝি' দেখ প্রভু, আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে।।২৬৭।।
'নারায়ণ'-নাম শুনি' অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইলা, সেই জন দেখে।।২৬৮।।
আমি দেখিলাম তোমা'—রক্ত পাড়ি' অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে।।২৬৯।।
গোপ্য করি' রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু, মহিমার সীমা।।২৭০।।

যদি ভক্তপ্রসাদজ ভাবানুগমনে জীবের নামভজন প্রবৃত্তির উদয় হয়; তাহা হইলে কোটী কোটী ব্রহ্মজ্ঞ বধের অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া নাম-নামীর অভিন্নতা উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীবের শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি স্তব্ধ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণনামই----কৃষ্ণ এবং তদ্ভিন্ন ইতর-শব্দাদি বিদ্বদ্রূঢ়িতে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের ভেদকল্পনা-জন্য মহা অমঙ্গল বরণ করিয়া জীব কৃষ্ণবৈমুখ্য-লাভে শব্দসমূহের অন্যার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির সহিত বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির অবরতাবৈষম্য নিরস্ত করিয়া চিন্ত্য ভোগ্য জগতের ভেদ নাশ করে। সুতরাং প্রাপঞ্চিক ভোগ-বুদ্ধি হইতে জীবের পরিত্রাণ-লাভ ঘটে।

অজামিল নানাপ্রকার কুভোগে আবদ্ধ ছিল। ভগবানের নামোচ্চারণ-প্রভাবে তাহা হইতে তাহার মুক্তি হইয়াছিল। সাধারণ-বিচারে বৈকুণ্ঠ-নামকে প্রাপঞ্চিক শব্দজ্ঞানে যে অবিচার উপস্থিত হয়, তাহাতে ব্রহ্মবধ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ-নামের দ্বারা অপসারিত হয় না। কিন্তু যাঁহারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিশিষ্ট, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণ-ফলে অজামিলের মুক্তি আশ্চর্যের বিষয় নহে।।২৬৪।।

আমরা পাপ-পরায়ণ জীব। বৈকুণ্ঠ-নামের দ্বারাই আমাদের উদ্ধারের কথা বেদ-শাস্ত্রে কথিত আছে। সেই সত্যজ্ঞান স্থাপন করিতেই তোমার অবতার। তুমি যদি আমাদিগকে উদ্ধার না কর, তাহা হইলে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বেদ-বিরোধি-সম্প্রদায় সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞানকে 'মিথ্যা' মনে করিবে।।২৬৫।।

বেদ-বিরোধী তার্কিক-সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, তাহারা লৌকিক কর্ম্মফলের উপরে অধিক নির্ভর করে। আমরা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, তর্কহত বিচারে আমাদিগকে দণ্ডবিধান করাই তোমার স্বভাব হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার প্রতিকূলে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিলে। এই লোকাতীত জ্ঞান----বেদ-প্রতিপাদ্য।।২৬৬।।

আমাদের দ্রোহ, আর তোমার কৃপা----এই দুইটী বিষয় বিবেচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তোমার ও আমাদের মধ্যে কত কোটি প্রভেদ।।২৬৭।।

অজামিল যে সময় 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বৈকুণ্ঠদূত-চতুষ্টয় তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, অজামিল তাহা দর্শন করিয়াছিলেন।।২৬৮।।

আমরা বিদ্বেষ করিয়া তোমার অঙ্গে আঘাত করায় রক্তপাত হইল। তাহার ফলে আমরা তোমার অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পারিষদ---সকলের পরিচয় পাইলাম। 'অঙ্গ' শব্দে---নিত্যানন্দ-অদ্বৈত, 'উপাঙ্গ' শব্দে---শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, 'অস্ত্র'---হরিনাম

এবে সে হইল বেদ—মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি'গাইব অনন্ত।।২৭১।।
এবে সে বিদিত হইল গোপ্য গুণগ্রাম।
"নির্লক্ষ্য-উদ্ধার"—প্রভু, ইহার সে নাম।।২৭২।।
যদি বল—কংস-আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি' পাইল মোচন।।২৭৩।।
কত লক্ষ্য আছে তথি, দেখ নিজ-মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে।।২৭৪।।
তোমা সনে যুঝিলেন ক্ষত্রিয়ের ধর্মে।
ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্মে।।২৭৫।।
তথাপি নারিল দ্রোহপাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে।।২৭৬।।
তোমারে দেখিয়া নিজ-জীবন ছাড়িলা।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিলা।।২৭৭।।
আমারে পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি' যেই জন কৈলা গঙ্গাস্নানে।।২৭৮।।
সর্বমতে প্রভু, তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিব? সবে জানিলেক দড়।।২৭৯।।
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণ দেখি' করিলা মোচন।।২৮০।।
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা।
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা।।২৮১।।
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্যগতি।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি? ২৮২।।
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে।।২৮৩।।
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার।।২৮৪।।
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ।।"২৮৫।।
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই।
এমত অপূর্ব করে চৈতন্য-গোসাঞি।।২৮৬।।

অপূর্ব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের বিস্ময় ও গৌরস্তুতি—

যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব দেখিয়া।
যোড়হাতে স্তুতি করে সবে দাণ্ডাইয়া।।২৮৭।।

এবং 'পার্যদ'---গদাধর, দামোদর, স্বরূপ প্রভৃতি। অন্য-বিচারে---'অঙ্গ'---কৃষ্ণের পরম মনোহরত্ব, 'উপাঙ্গ' শব্দে---ভূষণ, মহাভাববৈশিষ্ট্য----অস্ত্র, সর্বদৈকান্তবাসী----পার্যদসমূহ।।২৬৯।।

তোমার প্রভাবে ও আচরণে সম্বন্ধাবিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব পরম পরিস্ফুট হইল। সুতরাং অনন্তদেব এখন উচ্চকণ্ঠে বৈদিক সত্য গান করিতে পারিবেন।।২৭১।।

তোমার গোপনীয় গুণগ্রাম এক্ষণে লোকে প্রকাশিত হইল। অহৈতুকী কৃপা করিয়া অযোগ্য জীবের উদ্ধারের ইহাই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।।২৭২।।

তোমার মনে গুপ্তভাবে কত উদ্দেশ্য আছে, তাহা স্বয়ম্বরকালে বিরোধকারী নৃপতিবৃন্দ দেখিতে পাইলেন।। (----ভাঃ ১০।৫৩-৫৪ অঃ দ্রষ্টব্য)।।২৭৪-২৭৬।।

যে-সকল ভাগবত আমাদের ছায়া স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপ-নির্মুক্ত হইতেন, তাঁহারাই এক্ষণে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছেন।।২৭৮।।

তথ্য। ত্রিকূট পর্বতের দ্রোণীদেশে বরুণের ঋতুমৎউদ্যানে এক পরম মনোহর সরোবর আছে। একদা এক গজ করিণীগণ-সহ তথায় আগমনপূর্বক জলক্রীড়ায় মত্ত হইলে একটি বলবান্ কুম্ভীর গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করে। গজেন্দ্র অব্যাহতিলাভের চেষ্টায় সহস্র বৎসর ঐ কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াও গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া এবং ক্রমশঃ হীনবল ও অনন্যোপায় হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন-স্তোত্রে শ্রীহরির স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ হরি তথায় আবির্ভূত হইয়া চক্রের দ্বারা নক্রের বদন ছিন্ন করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন (----ভাঃ ৮।২-৩ অঃ)।।২৮০।।

"যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মদ্যপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে।।২৮৮।।
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে?
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে।।"২৮৯।।

মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে সেবকরূপে অঙ্গীকার এবং বৈষ্ণব-কৃপার বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনার্থ বৈষ্ণবগণের নিকট উভয়ের জন্য কৃপাভিক্ষা—

প্রভু বলে,—"এ দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার।।২৯০।।
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে।।২৯১।।
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ।।"২৯২।।

জগাই-মাধাইর ভক্তগণের চরণ-ধারণ ও ভক্তগণের আশীর্বাদ—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই।
সবার চরণ ধরি' পড়িলা তথাই।।২৯৩।।
সর্ব-মহাভাগবত কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই-মাধাই হইল নিরপরাধ।।২৯৪।।

মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে আশ্বাস, নিত্যানন্দ-কৃপার বৈশিষ্ট্য কীর্তন, উভয়ের পাপগ্রহণ ও তৎসাক্ষ্য-নিমিত্ত নিজাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ প্রদর্শন, তদ্দর্শনে অদ্বৈতের উক্তি—

প্রভু বলে,—"উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস—আর চিন্তা নাই।।২৯৫।।
তুমি-দুই যত কিছু করিলে স্তবন।
পরম সুসত্য—কিছু না হয় খণ্ডন।।২৯৬।।
এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়।।২৯৭।।
তো-সবার যত পাপ মুঞি নিলুঁ সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, এই অনুভব।।"২৯৮।।
দুই জন-শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার।।২৯৯।।
প্রভু বলে,—"তোমরা আমারে দেখ কেন?"
অদ্বৈত বলয়ে—"শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন।।"৩০০।।

অদ্বৈতোক্তিতে প্রভুর হাস্য ও বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনি—

অদ্বৈত-প্রতিভা শুনি' হাসে বিশ্বম্ভর।
'হরি' বলি' ধ্বনি করে সব-অনুচর।।৩০১।।

কৃষ্ণকীর্তনে জগাই-মাধাইর পাতকের বৈষ্ণবনিন্দক-শরীরে আশ্রয় ও উভয়ের পাপমুক্তি—

প্রভু বলে,—"কালা দেখ দুইর পাতকে।
কীর্তন করহ—সব যাউক নিন্দকে।।"৩০২।।

প্রভুবাক্যে সকলের উল্লাস ও নৃত্যকীর্তন—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্তন-পরকাশ।।৩০৩।।
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশঃ গায় রঙ্গে।।৩০৪।।
নাচয়ে অদ্বৈত—যার লাগি' অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার।।৩০৫।।
কীর্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি।
সবাই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী।।৩০৬।।
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয়।।৩০৭।।

মহাপ্রভু বলিলেন,—ভাই সকল, জগাই-মাধাইর যত পাপ, তাহা সকলই আমি গ্রহণ করিলাম। তোমরা সকলেই অনুভব করিতে পারিবে।।২৯৮।।

জগাই-মাধাইর সকল পাপ মহাপ্রভুর কলেবরে আশ্রয় করায় শরীর কাল হইয়া গেল। অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন,—গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীগোকুলচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।।২৯৯।।

কেন,—কিরূপ।।৩০০।।

মহাপ্রভু বলিলেন,—জগাই-মাধাইর পাপ-সমূহ কৃষ্ণবর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট। তোমরা সকলে হরিকীর্তন কর, তাহা হইলে এই পাপ-কালিমা পাতক ও নিন্দকশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় করিবে এবং জগাই-মাধাই পাপ-নির্মুক্ত হইবে।।৩০২।।

জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা-দর্শনে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ—

বধূসঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে।।৩০৮।।

মদ্যপদ্বয়ের সৌভাগ্যে সকলের অনিবার্য প্রেমাবেশ—

সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস।।৩০৯।।
যা'র অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয়।।৩১০।।

বৈষ্ণবনিন্দাবিহীনের চৈতন্যকৃপা সুলভ এবং বৈষ্ণবনিন্দকের দুর্গতি—

মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি।।৩১১।।
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম—সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ।।৩১২।।
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি'।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।৩১৩।।

মহাপ্রভুর কৃপায় দুই দস্যুর মহাভাগবতত্ব লাভ; প্রভু-পার্শ্বে উপবিষ্ট বৈষ্ণবগণের ধূলিধূসরিত অবস্থায়ও আবিলতাশূন্য জ্ঞান—

নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেড়ি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।।৩১৪।।
সর্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপি সবার অঙ্গ 'নির্মল' গেয়ান।।৩১৫।।

গৌরসুন্দরের জগাই-মাধাইর দেহ আত্মসাৎ ও তদুভয় দেহের অপ্রাকৃতত্ব খ্যাপন—

পূর্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।।৩১৬।।
"এ দু'য়েরে পাপী-হেন না করিহ মনে।
এ দুয়ের পাপ মুঞি দহিলুঁ আপনে।।৩১৭।।
সর্বদেহে মুঞি করোঁ, বোলো, চলোঁ, খাভ।
তবে দেহপাত, যবে মুঞি চলি যাঙ।।৩১৮।।
যেই দেহে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে।।৩১৯।।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শচীমাতা গৃহ হইতে জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা দর্শন করিলেন। তাহাতে তাঁহারা আনন্দে মগ্ন হইলেন।।৩০৮।।

ভগবদ্ভক্তগণ জগতে কাহারও নিন্দা করেন না। নিন্দাকারী 'পাপী' বা 'অধার্মিক' নামে প্রসিদ্ধ। অবিদ্যমান দোষারোপের নাম—নিন্দা। যাহারা অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া পরদ্রোহ-মানসে অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া অবৈধভাবে দোষারোপ করে, তাহাদের দিন-দিনই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। অনিন্দনীয় বৈষ্ণবের প্রতি যে ব্যক্তি বিদ্বেষ করিয়া দোষের আরোপ করে, তাহাকে কুম্ভীপাকনরকে পতিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। "সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে"—এই কথা বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল পাপমতি-জন অবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের সমজ্ঞান করে, তাহাদেরও কোনদিন সুবিধা হয় না। অবৈষ্ণবাচারের নিন্দা 'সদুপদেশ'-শব্দ-বাচ্য। বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত জীবের যাবতীয় অনুষ্ঠান—নিন্দার্হ। বিষ্ণুভক্তির ছলনায় পাপিষ্ঠগণ অনেক সময় নিন্দিত কর্ম করে। সেইগুলি পরিহার করিবার উপদেশকে 'নিন্দা' বলা যাইবে না।।৩১২।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া যে-সকল বৈষ্ণব সর্বাঙ্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ধূলা মাখিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বহির্দর্শনে মলিনতা দেখা গেলেও তাঁহারা সকলেই পূর্ণপ্রজ্ঞ এবং আবিলতাশূন্য পরমজ্ঞানী।।৩১৫-৩১৬।।

দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে জীবের ত্রিবিধ অহঙ্কার থাকে না। তখন জীব ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্ত হন। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।।" শ্রীগৌরসুন্দর জগাই-মাধাইএর দেহ আত্মসাৎ করিয়া যে-সকল আনুষ্ঠানিক কার্য করান, যাহা কিছু বলান, যেরূপভাবে আচরণ এবং ভোজন করান, সে সকলই বিষ্ণুসেবার অনুকূলে সাধিত হয়। এইরূপে ভগবৎসেবোন্মুখ করাইয়া সেব্য ভগবান্ সেবাশ্রয়ের সহিত পাঞ্চভৌতিক-দেহ প্রপঞ্চে সংরক্ষিত করিয়া চলিয়া যান।।৩১৮।।

তবে যে জীবের দুঃখ—করে অহঙ্কার।
'' মুঞি করোঁ, বলোঁ বলি' পায় মহা-মার।।৩২০।।
এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাঙ আমি, ঘুচাইলাম আপনে।।৩২১।।
ইহা জানি' এ দু'য়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ—দৃষ্ট্যে যেন তুমি-সব।।৩২২।।

ভক্তের মুখে ভগবানের আহার—

শুন এই আজ্ঞা মোর, যে হও আমার।
এ দু'য়েরে শ্রদ্ধা করি' যে দিব আহার।।৩২৩।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে।।৩২৪।।
এ দু'য়ের বটমাত্র দিবে যেই জন।
তা'র সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ।।৩২৫।।

নগ্নমাতৃক-ন্যায়াবলম্বনে ভক্তের পূর্বাবস্থার বিচার—দোষাবহ—

এ দুই-জনেরে যে করিব পরিহাস।
এ দু'য়ের অপরাধে তার সর্বনাশ।।''৩২৬।।

জগাই-মাধাইর প্রতি বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবোচিত সম্মান-প্রদর্শন—

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই-মাধাই-প্রতি করে পরণামে।।৩২৭।।

ভক্তগণসহ প্রভুর গঙ্গা স্নানার্থ গমন ও বিবিধ জলক্রীড়া—

প্রভু বলে,—'' শুন সব ভাগবতগণ।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণ।।৩২৮।।
সর্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালাধর।।৩২৯।।
কীর্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশুপ্রায় চঞ্চলচরিত্র সর্বক্ষণ।।৩৩০।।
মহাভব্য বৃদ্ধ সব—সেহ শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি।।৩৩১।।
গঙ্গাস্নান-মহোৎসবে কীর্তনের শেষে।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে।।৩৩২।।
জল দেয় প্রভু সর্ববৈষ্ণবের গায়।
কেহ নাহি পারে—সবে হারিয়া পলায়।।৩৩৩।।

বদ্ধজীব সামান্য মাত্র দুঃখ পাইয়া অসহন-ধর্ম-বশে চীৎকার করিতে থাকে। তদ্দেহ হইতে ভগবান্ ও ভক্ত চলিয়া গেলে সেই শরীরটাকে অগ্নি দগ্ধ করিলেও তাহাতে নিজাধিষ্ঠানের পরিচয় দেয় না। ভগবান্—অপ্রাকৃত বিভুচৈতন্য, জীব—অণুচিৎ পদার্থ। চেতনের অভাবে চিন্ময়ী সেবা-প্রবৃত্তি না থাকিলে ত্রিবিধ অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া স্বতন্ত্রতা দেখাইতে থাকে। ভগবৎসেবোন্মুখ হইলে এই স্বতন্ত্রতার সুষ্ঠু অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু ভগবৎসেবা-বিমুখ জনের ত্রিবিধ-অহঙ্কার-চালিত ইন্দ্রিয়গুলি শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া ন্যূনাধিক অচিদ্ধর্মেরই পরিচয় প্রদান করে।।৩১৯।।

জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ও প্রাকৃত মনে করায় ত্রিবিধ অহঙ্কার আসিয়া তাহাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে। তখনই সে ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া ''আমি কর্তা'', ''আমি ভোক্তা'' প্রভৃতি অভিমানবিশিষ্ট হয়।।৩২০।।

জগাই-মাধাই এইরূপ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতেছিল। আমি স্বয়ং তাহাদিগের ঐ অমঙ্গল নাশ করিলাম অর্থাৎ তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারজনিত 'করিলাম', 'বলিলাম' প্রভৃতি কুবিচার হইতে মুক্ত করিলাম।।৩২১।।

ভগবান্ ভক্তের মুখে আস্বাদন করেন। ভক্ত অভক্তের ন্যায় কোন জড়দ্রব্য ভোগ করেন না। তিনি সকল দ্রব্য ভগবান্‌কে ভোগ করাইয়া তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহণরূপ সেবা-কার্যে সতত নিযুক্ত থাকেন বলিয়া কোন ভগবদ্ভক্তকে সামান্যমাত্র খাদ্য-দ্রব্য দিলে শ্রীকৃষ্ণকে মিষ্টপ্রদানরূপ ফল লাভ ঘটে। এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের ২২৮ শ্লোকের গৌড়ীয়-ভাষ্য আলোচ্য।।৩২৫।।

পূর্ব-পাপ বিচার করিয়া যাঁহারা ''নগ্নমাতৃক-ন্যায়'' অবলম্বনপূর্বক জগাই-মাধাইকে পরবর্তী সময়েও পাপী জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা উহাদের চরণে অপরাধী হইয়া নিজ সর্বনাশ আনয়ন করিবেন। ''ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ'' এবং ''অপি চেৎ সুদুরাচারো'' শ্লোকদ্বয় এতৎ-প্রসঙ্গে আলোচ্য।।৩২৬।।

বনমালাধর,—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু।।৩২৯।।

জলযুদ্ধ করে প্রভু যা'র যা'র সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি' সবে দেয় ভঙ্গে।।৩৩৪।।
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে।।৩৩৫।।
শ্রীগর্ভ, শ্রীসদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্।
পুরুষোত্তম, মুকুন্দ, সঞ্জয়, বুদ্ধিমন্তখান্।।৩৩৬।।
বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, জগদীশ নাম।
গোপীনাথ, হরিদাস, গরুড়, শ্রীরাম।।৩৩৭।।
গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর।
জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্লাম্বর।।৩৩৮।।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইবে পুরাণ।।৩৩৯।।
অন্যোন্যে সর্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দ-রসে কেহ জিনে, কেহ হারে।।৩৪০।।
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে দোঁহে মিলি'।।৩৪১।।

জলক্রীড়া-প্রসঙ্গে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রেমকলহ—

অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিয়া জল দিল মহাবলী।।৩৪২।।
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে।।৩৪৩।।
''নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান।।৩৪৪।।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি' দিল ঠাঞি।।৩৪৫।।
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে।।''৩৪৬।।
নিত্যানন্দ বলে,—''মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে—আর কন্দলে কি কাজ?''৩৪৭।।
গৌরচন্দ্র বলে,—''একেবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হার-জিত মানি।।''৩৪৮।।
আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ—দুই ঠাঞি।।৩৪৯।।
দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহ নাহি পারে।
একবার জিনে কেহ, আর বার হারে।।৩৫০।।
আরবার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া।।৩৫১।।
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ' বলে,—''মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া।।৩৫২।।
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথাত।।৩৫৩।।
পিতা, মাতা, গুরু,—নাহি জানি যে কিরূপ?
খায়, পরে সকল, বলায় 'অবধূত'।।'৩৫৪।।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি' নিত্যানন্দ-প্রভু গণসহ হাসে।।৩৫৫।।
''সংহারিমু সকল, মোহার দোষ নাই।''
এত বলি' ক্রোধে জ্বলে আচার্য-গোসাঞি।।৩৫৬।।

মহাভব্য,----পরম শিষ্টাচারবিশিষ্ট; যেরূপ যোগ্যতা সজ্জনসমাজে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ গুণবিশিষ্ট; সভ্য,----অচঞ্চল।।৩৩১।।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভৃত্যসংখ্যা----অসংখ্য। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণাদি ঐতিহ্য-গ্রন্থে চৈতন্য-ভৃত্যগণের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন।।৩৩৯।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর চক্ষুর্দ্বয়ে জলের ঝাপ্টা মারায় অদ্বৈত-প্রভু প্রণয়কলহ ছলনায় নিত্যানন্দকে 'মদ্যপ' সম্বোধন করিয়া বলিলেন,----এই মাতালটী কোথা হইতে আসিল? এ আমার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করিয়া অন্ধ করিয়া দিল।।৩৪৪।।

শ্রীনিবাস-পণ্ডিত অবধূত শ্রীনিত্যানন্দকে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং আমাদের সহিত সমানভাবে মিলিবার যোগ্যতা দিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার পূর্ব পরিচয় আমাদের জানা নাই। বংশ-মর্যাদা ও অভিজাত্য-বঞ্চিত যথেচ্ছাচারী অবধূতকে মহাপ্রভুর সহিত সর্বক্ষণ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।।৩৪৫।।

আচার্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে—যেন শুনি' কুবচন।।৩৫৭।।
হেন রস-কলহের মর্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে, বন্দে, সে মরে পুড়িয়া।।৩৫৮।।
নিত্যানন্দ-গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে।।৩৫৯।।
সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকুলি।।৩৬০।।
মহা-মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে।।৩৬১।।

প্রতিরাত্রে কীর্তনান্তে প্রভুর জলক্রীড়া, তাহা দর্শনে মনুষ্যের অসামর্থ্য—

হেন মতে জলকেলি কীর্তনের শেষে।
প্রতিরাত্রি সবা লঞা করে প্রভু রসে।।৩৬২।।
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই।।৩৬৩।।

স্নানান্তে হরিধ্বনি—

সর্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্নান করি'।
কূলে উঠি' উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি'।।৩৬৪।।

প্রভুর সকলকে প্রসাদী মালা-চন্দন প্রদানানন্তর বিদায় এবং জগাই-মাধাইকে সকলের নিকট সমর্পণ—

সবারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন।
বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন।।৩৬৫।।
জগাই-মাধাই সমর্পিল সবা-স্থানে।
আপন গলার মালা দিল দুইজনে।।৩৬৬।।

গৌরলীলা নিত্যা—

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়।।৩৬৭।।

মহাপ্রভুর নিজ-গৃহে আগমন ও ভোজন—

গৃহে আসি' প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন।।৩৬৮।।
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি' মায়ে করিলা গোচর।।৩৬৯।।
সর্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ করেন ভোজন।।৩৭০।।
পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মুখশুদ্ধি করি' দ্বারে বসিলা আসিয়া।।৩৭১।।
বধূসঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দসাগরে শরীর ডুবাইয়া।।৩৭২।।

শচীমাতার ভাগ্য এবং 'আই' শব্দ উচ্চারণের ফল—

আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে?
সহস্রবদন-প্রভু, যদি শক্তি ধরে।।৩৭৩।।
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দপ্রভাবেও তার দুঃখ নাই।।৩৭৪।।
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি' আই জগন্মাতা।
নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা।।৩৭৫।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন,—তুমি জলযুদ্ধে হারিয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমার লজ্জা হয় না। আবার উঁচু মুখ করিয়া ঝগড়া করিতে আসিয়াছ।।৩৪৭।।

অপতিতভাবে চক্ষে জল প্রক্ষেপ করায় অদ্বৈত প্রভু যাতনা পাইয়া বলিলেন,—মাতাল হইয়া ব্রাহ্মণ বধ করিতে পারিলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়? ৩৫২।।

স্বদেশের অভিমান যাহাদের প্রবল, তাহারাই বিদেশিগণের প্রতি কুবাক্য বলিয়া থাকে। পূর্বদেশের লোকেরা পশ্চিমদেশের লোকদিগকে 'পশ্চিমা' বলিয়া গর্হণ করে—তাহাদের জাত্যংশের হীনতা সম্পাদন করে। নিত্যানন্দ কোন্ কুলে উদ্ভূত, কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহা কেহই জানে না, কোথায় জন্মস্থান, তাহাও নিরূপিত হয় না। সে পশ্চিমদেশীয় লোকের বাড়ীতে খাইয়া বেড়ায়।।৩৫৩।।

ইহার পিতা-মাতা বা কিরূপ গুরুর শিষ্য, তৎপরিচয় নাই, আপনাকে অবধূত বলিয়া প্রদর্শন করে এবং সকলের নিকট হইতে ভোজনাদি-দান প্রতিগ্রহ করে।।৩৫৪।।

বিশ্বম্ভরের বিশ্রামার্থ গমন—

বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ।।৩৭৬।।

দেবগণের অলক্ষ্যে গৌরসেবা, প্রভুর তৎসম্বন্ধে ভক্তগণকে প্রশ্ন ও ভক্তগণের উত্তর—

চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি' চৈতন্যের করয়ে সেবন।।৩৭৭।।
দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু-অনুগ্রহে বলে কারো স্থানে।।৩৭৮।।
কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর।।৩৭৯।।
'ওইখানে থাক'—প্রভু বলয়ে আপনে।
চারি-পাঁচ-মুখ-গুলা লোটায় অঙ্গনে।।৩৮০।।
পড়িয়া আছয়ে যত—নাহি লেখাজোখা।
"তোমরা সবেরে কি এ-গুলা না দেয় দেখা?"৩৮১।।
করযোড় করি' বলে সব ভক্তগণ।
"ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন।।৩৮২।।
আমরা-সবার কোন্ শক্তি দেখিবার?
বিনে প্রভু, তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার।।"৩৮৩।।

এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্তকথা।
সর্ব সিদ্ধি হয়,—ইহা শুনিলে সর্বথা।।৩৮৪।।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে।।৩৮৫।।

প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে উদ্ধার—

হেনমতে জগাই-মাধাই পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ।।৩৮৬।।
সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার।।৩৮৭।।

বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম—

শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে।।৩৮৮।।

তথাহি (ভাগবত ৫।১০।২৫)—

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ।।৩৮৯।।

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত—সর্ব শাস্ত্রে কই।।৩৯০।।

অদ্বৈতের উক্তি——ছলনাময়ী। উহা শ্রীনিত্যানন্দের প্রশংসাজ্ঞাপিকা। শ্রীঅদ্বৈতবাক্য শ্রবণে নিত্যানন্দ প্রভু ও তদনুগত সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন।।৩৫৫।।

যে-সকল মূর্খলোক অদ্বৈত-নিত্যানন্দের রসপূর্ণ কলহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া একের নিন্দা ও অপরের বন্দনা করে, তাহারা অবিচারের জন্য অপরাধ-দাবানলে দগ্ধ হইয়া যায়।।৩৫৮।।

'আর্যা' সংস্কৃত শব্দ হইতে চলিত ভাষায় 'আই' শব্দের প্রয়োগ। শ্রীগৌরসুন্দরের জননীকে যাঁহারা 'আই' বলিবেন, তাঁহাদের সকল দুঃখের মোচন হইবে।।৩৭৪।।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-দর্শনে জননী শচীদেবী আত্মহারা হইয়াছিলেন। ভগবন্মুখ-সৌন্দর্যে বিমূঢ়া হইয়া আপনার জননীবোধ ও পুত্র-বাৎসল্য পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।।৩৭৫।।

লেখাজোখা——সংখ্যা ও পরিমাণ।।৩৮১।।

অন্বয়। (ভরতং প্রতি রহূগণস্য উক্তিঃ) স্বকৃতাৎ হি মহদ্বিমানাৎ (মহতাং ভগবদ্ভক্তানাং বিমানাৎ অনাদরাৎ) মাদৃক্ (মাদৃশঃ জনঃ) শূলপাণিঃ (রুদ্র ইব অতিসমর্থঃ) অপি অদূরাৎ (ক্ষিপ্রং) নশ্যতি (বিনঙ্ক্ষ্যতি)।।৩৮৯।।

অনুবাদ। (ভরতের প্রতি রহূগণের উক্তি) মহতের অবমাননা করায় সেই স্বকৃত অবমাননাফলে মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় বিশেষ সমর্থ পুরুষ হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।।৩৮৯।।

সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়াও যদি কেহ বৈষ্ণবের গর্হণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয়। ইহা সর্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।।৩৯০।।

সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ।।৩৯১।।
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয়, ইহা করিলে পালন।।৩৯২।।

তথাহি (পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে)—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং জাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।। ৩৯৩।।

জগাই-মাধাই-উদ্ধার-আখ্যায়িকার ফলশ্রুতি—

যেই শুনে এই মহা-দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র-অবতার।।৩৯৪।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক গৌরসুন্দরের জয়গান এবং সদৈন্য কৃপা প্রার্থনা—

ব্রহ্মদৈত্যতারণ গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণাসাগর প্রভু পরম সদয়।।৩৯৫।।
সহস্র করুণাসিন্ধু মহা-কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু—গুণমাত্র লয়।।৩৯৬।।
হেন-প্রভু-বিরহে যে পাপি-প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু-গুণ,—আর কিছু নহে।।৩৯৭।।
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয়।।৩৯৮।।
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যথা বৈসে তথা যেন হঙ অনুচর।।৩৯৯।।
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত্য নাহি জানি।
যেতে-মতে চৈতন্যের যশঃ সে বাখানি।।৪০০।।
গণ-সহ প্রভু-পাদপদ্মে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।৪০১।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৪০২।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।

ভাষ্য। স্মৃতি-কথিত সকলপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রীনামের পাপ-নির্হরণী-শক্তি প্রবলা; কিন্তু সেইরূপ নামগ্রহণকারীও হরিজনের নিকট অপরাধী হইলে তাহার কখনই পরিত্রাণ হয় না। নামাপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দাই আদি অপরাধ। নামাপরাধ হইলে নামাভাস ও নামগ্রহণের ফলপ্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর নহে।।৩৯১।।

অন্বয়। (সতাং সাধূনাং ভাগবতানামিত্যর্থঃ) নিন্দা নাম্নঃ (সকাশাৎ) পরমং (প্রধানং) অপরাধং (নামাপরাধং) বিতনুতে (বিস্তারয়তি) যতঃ (যেভ্যঃ সদ্ভ্যঃ 'নাম') খ্যাতিং (লোকে প্রসিদ্ধিং) যাতং (প্রাপ্তং) উ (খেদে, নাম তেষাং) বিগরিহাম্ (বিগর্হাং নিন্দাং, ইকারাগমশ্চন্দোঽনুরোধাৎ) কথং সহতে (অপি তু সোঢ়ুং ন শক্নুয়াদেব)।।৩৯৩।।

অনুবাদ। সজ্জনগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট প্রধান অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে। হায়! 'নাম' (শ্রীনামপ্রভু) যাঁহাদিগের নিকট হইতে ইহলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? (অর্থাৎ কখনই সহ্য করিতে পারেন না; পরন্তু ঐ নামাপরাধীর বিষম সর্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকেন)।।৩৯৩।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই-মাধাই উদ্ধার করায় 'ব্রহ্মদৈত্যতারণ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। জগাই-মাধাই বিপ্রকুলে উদ্ভূত হইলেও ভগবদ্বিমুখতাক্রমে 'দৈত্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।।৩৯৫।।

মহাপ্রভু----পরম করুণাময় অদোষদর্শী। তিনি কাহারও সামান্যমাত্র অপরাধ গ্রহণ করেন না। এরূপ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সেবা-বর্জিত হইয়া যে পাপী নিজের প্রাণরক্ষা করে, তাহার জীবনই বৃথা; প্রাক্তন-কর্মফলে বাঁচিয়া থাকামাত্র সম্ভব হয়। কিন্তু সেরূপ বাঁচিয়া থাকা কখনই আদরণীয় নহে।।৩৯৭।।

আমার শ্রীগুরুদেবের সেব্যবস্তু----শ্রীমন্মহাপ্রভু। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁহাদের ভৃত্য হইতে পারি----ইহাই আমার অভিলাষ।।৩৯৯।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।